ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 April, 2021 ■ আগরতলা, ৪ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২১ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মনস্কামনা পূরণ করতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চুল কাটলেন রইস্যাবাড়ির বিজেপি কার্যকর্তা মনোরঞ্জন ত্রিপুরা।

বাংলাদেশে মারাত্মক করোনা, রাজ্যে ফিরছেন নাগরিকরা, আইসিপিতে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

আগরতলা, ৩ এপ্রিল (হি. স.)।। সারা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে করোনা। তাই, সে-দেশে ত্রিপুরার মেডিকেল পড়ুয়া এবং অন্য নাগরিক-রা বাড়িতে ফিরে আসছেন। আজ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ৬০ জন ত্রিপুরায় ফিরেছেন। এদিকে, করোনা পরিস্থিতি-তে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামীকাল থেকে আইসিপি-তে অতিরিক্ত মেডিকেল টিম থাকবে। তারা, বাংলাদেশ ফেরত ভারতীয় নাগরিক-দের পরীক্ষা করবেন।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ-এ আগামী সোমবার থেকে ৭ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা-র প্রস্তুতি চলছে। কারণ, করোনা-র প্রকোপে সারা দেশে ত্রাহি রব উঠেছে। গত বছর-ও এমনি করেই করোনা-র ভয়ে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার নাগরিক-রা বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর পুণরায় বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তারা অনেকেই পড়াশুনা এবং ব্যবসায়িক কাজে সেখানে থাকেন।

এ-বিষয়ে আজ আগরতলা ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি-র ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী জানিয়েছেন, বাংলাদেশে করোনা-র প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় আইসিপি-তে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক টেলিফোন-এ জানিয়েছেন, আগামীকাল থেকে আইসিপি-তে অতিরিক্ত মেডিকেল টিম মোতায়েন থাকবে। দেবাশীষ বাবু জানিয়েছেন, এমনিতে সাধারনত আইসিপি-তে মেডিকেল টিম রয়েছে। কিন্তু আগামীকাল থেকে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই অতিরিক্ত টিম পাঠাবে স্বাস্থ্য দফতর।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-এ লকডাউন শুরু হলে আমদানি-রফতানি বানিজ্যে কিছুটা প্রভাব পড়বে। তবে, এখনই বাংলাদেশ থেকে যাত্রী-দের ত্রিপুরায় প্রবেশে কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি ভারত সরকার। তাই, প্রত্যেক-কে সঠিকভাবে করোনা-র নমুনা পরীক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন তিনি জানান, আজ মেডিকেল পড়ুয়া এবং অন্য সাধারণ যাত্রী মিলিয়ে মোট ৬০ জন বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এমন আরো অনেকে বাংলাদেশ থেকে ফিরবেন। তাই, ওই অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থার খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত বছর-ও করোনা-র প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নেওয়ায় বিদেশ মন্ত্রক বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরার নাগরিক-দের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিল। কয়েক দফায় বাংলাদেশ থেকে মেডিকেল পড়ুয়া সহ অন্য সাধারণ যাত্রী-রা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংক্রমণ রোধে বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস ২০২০' অনুযায়ী কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধগুলি ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই বিধিনিষেধ অনুযায়ী পাব্লিক প্লেস/ কাজের জায়গায় অথবা যানবাহন চলাচল/ যানবাহন চালানোর সময় বাড়িতে তৈরী ধোয়া যায় এমন কাপড়ের মাস্ক অথবা যে কোন কাপড় দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাব্লিক এবং বেসরকারি যানবাহনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে বজায় রেখে দোকান চালাতে হবে। দোকানের সামনে এক মিটারের কম জায়গায় একসঙ্গে একজনই থাকতে পারবেন। এক মিটারের বেশী এলাকা অথচ দুই মিটারের চেয়ে কম জায়গা থাকলে সেখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি কার্যকর্তার মনস্কামনা পূরণ হল, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কাটলেন চুল তিন বছর পর

আগরতলা, ৩ এপ্রিল (হি. স.)।। আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন রইস্যাবাড়ি এলাকায় বিজেপি কার্যকর্তা মনোরঞ্জন ত্রিপুরা। মনস্কামনা পূরণ হওয়ায় তিন বছর পর চুল কাটলেন তিনি। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজে তাঁর চুল কেঁটে দিয়েছেন। কারণ, মনোরঞ্জন বাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট শাসনের অবসান এবং মুখ্যমন্ত্রী রইস্যাবাড়ি সফরে আসার পর তিনি চুল কাটবেন। আজ নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার মনস্কামনা পূরণ করতে পেরে খুবই আনন্দিত বলে জানিয়েছেন।

আজ এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মনোরঞ্জন ত্রিপুরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি সরকার তৈরি হলে এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী যেদিন রইস্যাবাড়িতে পা রাখবেন সেদিন তিনি চুল কাটবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মনোরঞ্জন ত্রিপুরা ২০০৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। আজ তার মনোস্কামনা পূরণ করার পর বিজেপির একনিষ্ঠ ওই কার্যকর্তার বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজ করেছি। তিনি বলেন, এই কার্যকর্তারাই বিজেপি-র সম্পদ। কার্যকর্তাদের এই আবেগ, আন্তরিকতা ও দৃঢ়চেতা মানসিকতাতেই আজ বিজেপি পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল।

আজ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মানুষের সমর্থনে আপ্লুত হয়ে পরেন। তিনি রইস্যাবাড়ি-র জনগন-কে ধন্যবাদ জানান। এদিন তিনি বলেন, এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে বিজেপি প্রার্থী পতিরাম ত্রিপুরার সমর্থনে রোড শোয়ে রইস্যা বাড়ি এলাকার আপামর জনতার উচ্ছ্বাস এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। সঙ্গীতের মূর্ছনায় প্রচার মিছিল কার্যত বিজয় মিছিলের আবহ তৈরি করে দিয়েছে, যা ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

পরীক্ষার সূচি পরিবর্তনের দাবীতে এমবিবি কলেজে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। পরীক্ষাসূচি পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। একই দিনে দুটি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কষ্টকর। এসব বিষয় বিবেচনা না করেই বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ,তৃতীয় এবং পঞ্চম সেমিস্টারের পরীক্ষার রুটিন তৈরি করেছে। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর শরণাপন্ন হয়। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এ বিষয়ে বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয় এর উপাচার্যের কাছে শনিবার ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ডেপুটেশন প্রদানকালে অখিল ভারতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে নাশকতার আগুনে পুড়ল বসতবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। উদয়পুরের গাথালং এলাকায় নাশকতার আগুনে পুড়লো বসতবাড়ি। বাড়ির মালিকের নাম মনোজ ত্রিপুরা। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নাশকতার পুড়ে ছাই বসতঘর সহ তিনটি ঘর। ঘটনা শুক্রবার গভীর রাতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মনোজ ত্রিপুরার বসতঘর সহ আরো দুইটি ঘর। ঘটনা স্থল উদয়পুর মহাকুমার রাধাকিশোর পুর থানাধীন গাথালং এলাকায়। শুক্রবার রাতে মনোজ ত্রিপুরার বসত ঘরে হঠাৎ আগুন দেখতে পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় হত দুই, শিশুসহ আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল।। আমতলী থানার নিম্বার্ক এলাকায় জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত যুবকের জিবি হাসপাতালে মৃত্যু। মৃত যুবকের নাম সানি মিয়া। বাড়ি কাঞ্চন পল্লী এলাকায়। গত ২৯ মার্চ আমতলী থানার নিম্বার্ক এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম সানি মিয়া। বাড়ি কাঞ্চন পল্লী এলাকায়।

উল্লেখ্য গত সোমবার রাত নয়টা নাগাদ জাতীয় সড়কে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এক বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছিল এবং আহত এক যুবককে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। শনিবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই নিজ বাড়ি কাঞ্চন পল্লী এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

সোনামুডার মনারচকে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বাইক চালকের মৃত্যু। মৃতের নাম লক্ষণ দেবনাথ ওরফে পিন্টু। বাড়ি দুর্লভ নারায়ন। সোনামুড়া মনারক এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত যুবকের নাম লক্ষণ দেবনাথ ওরফে পিন্টু। তার বাড়ি দুর্লভ নারায়ন এলাকায়। সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। সোনামুড়া শহর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থেকে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে।

শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেছে সে। তারপর থেকেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শনিবার সকাল নাগাদ মনারচকে রাস্তার পাশে বাইক সহ তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা জেলায় সীমান্তে বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। সীমান্ত এলাকায় আইন শৃঙ্খলা এবং সুস্থিতি রক্ষায় সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত চলাফেরায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি আর পি সি'র ১৪৪ ধারায় এক আদেশে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। বিধিনিষেধ আগামী ২৮জন, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। জেলাশাসকের আদেশে বলা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় মিলিটারি/ প্যারামিলিটারি/ রাজ্য পুলিশক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর পরিষদ ও নগর নির্বাচনের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত

আগরতলা, ৩ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচন-র মাঝেই পুর ও নগর সংস্থায় নির্বাচনের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করলো রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সব মিলিয়ে মোট ২২টি পুর ও নগর সংস্থায় নির্বাচন আধিকারিক-র নিযুক্তি দিয়েছে কমিশন।

আগরতলা পুর নিগম এলাকাধীন ৫১টি ওয়ার্ড, ১২টি পুর পরিষদ এবং ৭টি নগর পঞ্চায়েতে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করেছে কমিশন। আগরতলা পুর নিগম-র অধীন ৫১টি ওয়ার্ডে মত্য দফতরের অধিকর্তা, সদর মহকুমা শাসক এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক-কে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুর পরিষদ ও নগর সংস্থাগুলি-র জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক-দের দায়িত্ব দিয়েছে কমিশন।

প্রসঙ্গত, পুর ও নগর সংস্থা-র মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। প্রশাসক বর্তমানে পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। ধারনা করা হচ্ছে, এডিসি নির্বাচনের পরই ঘোষণা দেওয়া হবে পুর ও নগর নির্বাচনের নির্ঘন্ট। তবে, করোনা যেভাবে প্রকোপ বাড়াচ্ছে। তাতে, নির্বাচন আদৌ সম্ভব হবে বলে সংশয় দেখা দিয়েছে।

এডিসি নির্বাচন পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আগরতলা, ৩ এপ্রিল (হি. স.)।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৬১টি থানা এলাকায় ১৬৮টি গাড়ি এবং ২১০ জন পুলিশ সেক্টর অফিসার দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়া, ১৬ কোম্পানি সিআরপিএফ, ৫৬৮৪ জন টিএসআর জওয়ান, ৩৪৩৫ জন পুলিশ কর্মী এবং ২৬৩ জন হোম গার্ড এডিসি নির্বাচন অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বে রয়েছেন।

আজ ত্রিপুরা পুলিশ এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, এডিসি নির্বাচনে নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভোট কেন্দ্র, স্ট্রং রুম এবং সরকারী ছাপাখানায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এডিসি এলাকায় পেট্রোলিঙ জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রার্থী-দের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, এডিসি নির্বাচনে ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটার-রা ভোট দিতে পারবেন। যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিরাপত্তা কর্মী প্রস্তুত রয়েছে।

চুড়াইবাড়িতে যুবতীর ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ এপ্রিল।। আবারো ফাঁসিতে ঝুসন্ত অবস্থায় ১৯ বছর বয়সী এক যুবতী। মৃত যুবতীর নাম রুসনা বেগম (১৯)। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানাধীন উত্তর ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা সামাজিক হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেছে। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি থানাধীন উত্তর ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের রুসনা বেগম (১৯) পিতা সফর আলী নিজ ঘরের তীরে গলায় শাড়িতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনা আজ দুপুর বারোটা নাগাদ। পরিবার সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়,প্রতিদিনের ন্যায় রুসনা বেগম বাড়ির সকল কাজকর্ম সেরে খাওয়া-দাওয়া করে নিজ ঘরে প্রবেশ করে। তাছাড়া বাড়িতে কিছু শ্রমিক কাজ করছিল। দুপুর বারোটা নাগাদ রুসনার মা দেখতে পান বেশ কিছুক্ষণ ধরে রুসনার ঘরের দরজা বন্ধ। তখনই মা তার মেয়ে রুসনাকে ডাকাডাকি করতে শুরু করেন। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় উনি বাড়িতে কাজে থাকা কয়েকজনকে ডাকাডাকি করে বিষয়টি জানান।

পরে ওই শ্রমিকরা ঘরের ভেন্টিলেটরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান ঘরের তীরের মধ্যে ফাঁসিতে রুসনার দেহ ঝুলে রয়েছে। শুরু হয় চিৎকার চেচামেচি। খবর দেওয়া হয় চুরাইবাড়ি থানায়। ঘটনাস্থলে চুরাইবাড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের বেধরক মারে গুরুতর আহত ছাত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল।। শিক্ষকের বেধড়ক প্রহারে গুরুতর আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নবম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্র। ঘটনা শনিবার তেলিয়ামুড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে বালুছড়া স্থিত ফুল বাসি দাসপাড়া বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্র সাগর বিশ্বাস অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিদ্যালয় ক্লাস করছিল।

হঠাৎ ক্লাসের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বেনু লাল রায় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণী পড়ুয়া ছাত্র সাগর বিশ্বাস কে বেধড়ক প্রহার করতে থাকে বলে অভিযোগ ছাত্রের পরিবারের। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং

তেলিয়ামুড়া

পরিবারের লোকজন সাগরকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে সাগরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক সাগরকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করে। এদিকে আহত ছাত্রের মা জানায়, শিক্ষক বেনু লাল রায় নামের গুণধর শিক্ষক বাবু উনার ছেলেকে বেধড়ক মারধর করে। এমনকি তলপেটে, পিঠে ঘুষি দিতে থাকে অনেকটা ঠিক ফিল্মি কায়দায়।

এদিকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সংবাদ প্রতিনিধি যখন ছুটে যায় ওই বিদ্যালয়ে তখন বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীরা গুণধর শিক্ষক বাবুর ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ সংবাদমাধ্যমের কাছে। যদিও শনিবার হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে গিয়ে কোন শিক্ষক শিক্ষিকাদের দেখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যে এলেন রোগী কলকাতা থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। জটিল রোগের উন্নত চিকিৎসার জন্য বহির্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাজ্যের কিছু রোগীকে যেতে হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরেই। রাজ্য সরকার এ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভূত উন্নতিসাধন করার মাধ্যমে বহির্রাজ্যে চিকিৎসার উপর নির্ভরতা কমাতে সচেষ্ট। এর সুফলও মিলছে। রাজ্যে একের পর এক জটিল অস্ত্রোপচার হচ্ছে। বহু জটিল রোগের চিকিৎসাও হচ্ছে।

সম্পতি এ রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার সুনামে আকৃষ্ট হয়ে কলকাতা থেকে এক ব্যক্তি আগরতলায় অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। তাঁর কোন আত্মীয়পরিজনও এ রাজ্যে নেই। এই ক্যান্সার হাসপাতালে পরিষেবার গুণগতমান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার পর তিনি এখানে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কলকাতার তালতলার বাসিন্দা ৫৪ বৎসর বয়সী এই ভদ্রলোকের মুখে ক্যান্সার ধরা পড়ে ২০১৮ সালে। জানা গেছে তিনি জর্দা দিয়ে পান খেতেন এবং গুটকা জাতীয় নেশা সামগ্রীও মুখে চুষে নেশা করতেন।

২০১৮ সালে তার কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে অস্ত্রোপচার হয়। এছাড়া তাকে রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। পুনরায় তার ক্যান্সার ধরা পড়লে ২০২০ সালে আবার অস্ত্রোপচার হয়। এবার তিনি আগরতলাস্থিত এবিভি রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের সুনাম শুনে সোজা আগরতলায় উন্নততর চিকিৎসার জন্য চলেআসেন। গত ১ এপ্রিল চিকিৎসকরা তাকে পরীক্ষা করে, এম আর আই ও এফ এন এ সি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা ও ডাঃ প্রীতেশ রাজীব সিং তাকে পরীক্ষা করেন। যেহেতু আগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ ঃ মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক, কঠোর হল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশানস, ২০২০ এখনো রাজ্যে বলবৎ রয়েছে। আইন অনুযায়ী সবারই মাস্ক অথবা মুখাবরণ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। এই আইন অমান্য করলে প্রথমবার ২০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রত্যেকবারের জন্য ৪০০ টাকা জরিমানা করা হবে। এই আইনের উল্লেখ করে মুখ্যসচিব এক মেমোরেণ্ডামে জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এজন্য সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাই রাজ্য সরকারের প্রতিটি অফিসেও মাস্ক বা মুখাবরণ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। এই ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে প্রতিটি অফিসে এনফোর্সমেন্ট টিম গঠন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৭২ ▫ ৪ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ২১ চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় ঢেউয়ে করোণা আতঙ্ক বাড়িতেছে

ফের ভ্রুকুটি করোনার। মারণ ভাইরাস বুঝাইয়া দিয়াছে, সে এখনই নির্মূল হওয়ার বান্দা নয়। এমনকী তেমনভাবে দমানোও যায়নি তাহাকে। ভারতে সংক্রমণের গ্রাফ মাঝে মাস দুই-তিন ক্রমান্বয়ে নামিয়াছে। অনেকের চোখেমুখে স্বস্তিলাভের বিশেষ আনন্দ লক্ষ করা যাইতেছিল। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছিল ডোন্ট কেয়ার ভাব। তাহারা না পরিতেছে মাস্ক, না ব্যবহার করিতেছে স্যানিটাইজার। শারীরিক দূরত্ববিধি মানিয়া চলিবার প্রয়োজনটাই ভুলিয়া গিয়াছে তাহারা। একটু সচেতন নাগরিকরা বাজারে, বাসে-ট্রেনে এসবের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বিদ্রুপের শিকার, এমনকী হেনস্তাও হইয়াছেন। সব মিলাইয়া ভাবখানা এই, করোনা আবার কী? তাহারা মনেই রাখিতেছে না, এক বছরে ভারতের ১ কোটি ২২ লক্ষের বেশি মানুষ করোনা সংক্রমণের শিকার হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৬৩ হাজার মানুষের প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। কে নেই তাঁহাদের মধ্যেডাক্তার, নার্স, সেনা জওয়ান, পুলিস কর্মী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, খেলোয়াড়, কৃষক, সাফাইকর্মী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, শিশু, যুবক-যুবতী প্রভৃতি প্রায় সব শ্রেণির মানুষ। আর যদি সারা পৃথিবীর হিসেব নেওয়া যায়, সংখ্যাটি সত্যিই হৃদয়বিদারক। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১২ কোটি ৯৬ লক্ষ প্রায়। মৃতের সংখ্যা ২৮ লক্ষ ৩১ হাজার প্রায়। বেশিরভাগ দেশে করোনার স্ট্যান্ডার্ড টেস্টের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। তাহার উপর আছে মানুষের একটা বড় অংশের মধ্যে অনীহা এবং আর্থিক সঙ্কট। সব মিলাইয়া আতশ কাচের নীচে পুরো সমাজটাকে ধরা যায়নি। তাহার পরেও এই ভয়ানক ছবি। টেস্ট ঠিকঠাক হইলে ছবিটা অন্যরকমই হইত বলিয়ি বিশেষজ্ঞদের অনুমান। তারপরেও করোনা সংক্রমণ এবং করোনায় অসুস্থদের মৃত্যুর হার গত ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারিতে বেশ কমের দিকে ছিল। তাহার জন্য সচেতন নাগরিকদের ভূমিকার প্রশংসা করিতে হয়। তারিফ করিতে হয় সরকারগুলিরও তৎপরতাকে।

কিন্তু সেই স্বস্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি দু'টি কারণে। এক, কিছু মানুষের অবিবেচকের মতো আচরণ। দ্বিতীয় কারণ, টিকাকরণের কাজে যতটা গতি দরকার ছিল ততটা দেখা যায়নি। ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখ নাগাদ সারা দেশে সংক্রামিত মানুষের মোট সংখ্যা দেড় লক্ষের অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। মার্চের শেষদিনে সেই সংখ্যাটাই তির বেগে ঊর্ধমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬ লক্ষ।গত আড়াই মাসে সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি ডোজ টিকা দেওয়া হইয়াছে। পাইয়াছেন ডাক্তার, নার্সসহ প্রত্যক্ষ কোভিড যোদ্ধারা, প্রবীণ নাগরিকরা এবং পঁয়তাল্লিশের ব্যক্তিরা।

অর্থবর্ষে ভারতে বৃদ্ধির (জিডিপি) হার ১০ শতাংশ ছাপাইয়া যাইতে পারে। এই শুভ ইঙ্গিতকে বাস্তবে পরিণত করিবার দায়িত্ব মানুষের এবং সরকারের। মানুষ এবং সরকারই মিলিত দায়িত্বে পারে করোনাকে রুখে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বিভীষিকাময় স্মৃতি যেন আর কোনওভাবেই উঁকি দিতে না পারেএটা আমাদেরকেই নিশ্চিত করিতে হইবে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২,৮০৭ জনের, ব্রাজিলে করোনা কাড়ল ৩.২৮ লক্ষাধিক প্রাণ

রিও ডি জেনেইরো, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অস্বস্তি বাড়াল ব্রাজিলে, নতুন করোনা-আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে ব্রাজিলে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ৮০৭ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯,৬৬২ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ২৮ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ৮০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৬৬-তে পৌঁছেছে। করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৬৯,৬৬২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১২,৯১২,৩৭৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,২৭৬, ৬২৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৩,০৭,৩৮৫ জন।

তপসিয়ায় জুতোর কারখানায় আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়। এবার আগুন লাগল ২১ নম্বর তপসিয়া রোডে অবস্থিত একটি জুতো তৈরির কারখানায়। শনিবার ভোর চারটে নাগাদ কারখানায় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের ঘন্টা দু''য়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে যায় কারখানার একাংশ। এই অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শনিবার ভোর চারটে নাগাদ ২১ নম্বর তপসিয়া রোডে অবস্থিত একটি জুতো তৈরির কারখানায় আগুন লাগে। কারখানার ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখা। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারিদিক। এরইমধ্যে কারখানার পাঁচিলের একাংশ ভেঙে পড়ে। স্থানীয়রাই কারখানার ছাদ ভেঙে নিরাপত্তারক্ষীকে উদ্ধার করেন। দমকল কর্মীদের ঘন্টা দু''য়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ক্যাপিটল গ্রাউন্ডে গাড়ির ধাক্কা মৃত্যু পুলিশের, গুলিতে নিকেশ সন্দেহভাজন

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকার ক্যাপিটল গ্রাউন্ডে সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে গাড়ির ধাক্কা প্রাণ হারালেন ক্যাপিটল পুলিশের একজন অফিসার, গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন আরও একজন পুলিশ কর্মী। পুলিশ কর্মীদের ধাক্কা মারার পরই গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুরি নিয়ে পুলিশ কর্মীদের দিকে এগিয়ে যায় গাড়ির চালক, পরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে সন্দেহভাজনের। পুলিশ অফিসারের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর স্ত্রী জিল বাইডেন। এই ঘটনায় ''হৃদয়বিদারক'' আখ্যা দিয়েছেন বাইডেন।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবারের ঘটনা। একটি নীল রঙের গাড়ি এসে ক্যাপিটল গ্রাউন্ডে সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে দুই পুলিশকর্মীকে ধাক্কা মারে। তার পরে ধাক্কা মারে ব্যারিকেডে। গাড়িটির চালক ছুরি হাতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশ কর্মীদের দিকে এগিয়ে যায়। তখন পুলিশের গুলিতে জখম হয় সে। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান আহত পুলিশকর্মী। এ দিনের ঘটনায় নিহত আততায়ীর পরিচয় এখনও জানায়নি পুলিশ। কিছু সময়ের জন্য ক্যাপিটল বন্ধ করে দেয় ন্যাশনাল গার্ডস।

২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত ১,০০১ জন, আমেরিকায় নতুন করে আক্রান্ত ৬৯,৯৮৬

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের আগ্রাসন অব্যাহত। মার্কিন মুলুকে ফের বাড়ল করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা, ঊর্ধমুখী আক্রান্তের সংখ্যাও। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯,৯৮৬ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,০০১ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,৩১৪,৬২৫-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১,০০১ জন বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬১০ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৮৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১,০০১ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৩১৪,৬২৫-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩,৮২৫,৬৩৫ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৯ লক্ষ ২১ হাজার ৩৮০ জন।

বেআইনি বেসরকারি ঋণের দায়ে বিপর্যস্ত সাধারণ ছাপোষা মানুষের জীবন

নবকুমার বসু

অতিমারি জনিত কারণে গোটা দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই সঙ্কটজনক অবস্থায়। লকডাউন-কালে কাজ হারিয়েছেন অনেকেই। বিশেষ করে সমাজের সাধারণ সুরের মানুষ, যারা "দিন আনি দিন খাই" হিসেবে পরিচিত। যাঁদের ঘরে জমানো পুঁজি বলে কোনো কিছু নেই। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কম মজুরির চাকরি থেকে সাধারণ ব্যবসা- সর্বত্রই দুর্বিষহ হাল। নির্দিষ্ট কয়েক মাসে সরকারি বরাদ্দ জনপ্রতি পাঁচ কেজি চাল দিয়ে তো আর গোটা পরিবার চলে না। কিন্তু সেকথা বোঝার মতো মানসিকতা কোথায় আমাদের নেতা-মন্ত্রীদের?

তারা জনগণের ওপর কেবল ছড়ি ঘোরাতে ব্যস্ত। তারা উপদেশ বিতরণ করতে ব্যস্ত। তারা রাজনীতির কুটকৌশল নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যস্ত। তীরা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত। তারা অন্যদল ভাঙিয়ে সরকার গড়তে ব্যস্ত। তারা সম্পন্ন মানুষদের স্বার্থে নিয়ে ব্যস্ত। তীরা জনস্বার্থ-বিরোধী আইন পাশ করতে ব্যস্ত। তারা জোর করে মানুষের ওপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত। তারা প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠরোধ করতে ব্যস্ত। তীরা অশীতিপর বুদ্ধিজীবীদেরও জেলে পুরতে ব্যস্ত। তারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ" নিয়ে ব্যস্ত।

সাধারণ মানুষদের পথে বসানো বেআইনি অর্থলগ সংস্থা সারদা-রোজভ্যালি-এমপিএস-আইকোর-সম্মার্গপ্রয়াগ নিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই সাত বছরেও তাদের তদন্তের জাল গোটাতে ব্যর্থ। কিম্বা সরকারের গোপন নির্দেশে ঝুলিয়ে রাখতে তৎপর। মতবাদ নির্বিশেষে শাসকদলের মদতে এবং আইনের বেড়াজাল টপকে (পড়ুন ফাকে) যীরা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে মোটা অর্থ আদীয় করে সরে পড়েছেন, তাদের বিচারের নামে চলছে এক ধরনের প্রহসন। চাপা পড়ে যাচ্ছে টাকা ফেরতের বিষয়টা।

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার রমরমায় রাশ সাময়িকভাবে টানা গেলেও পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। খরজোতা নদী যেমন তার চলার পথে বাধা পেলে অন্যদিকে বাক নেয়, ঠিক তেমনি অন্যভাবে অন্যপথে রাজ্যের সাধারণ অভাবী মানুষকে ঠকানো কিম্বা সর্বস্বান্ত করার প্রুপদী কাজটি কিন্তু চলছেই। আসলে লোক- ঠকানোর প্রপদী বিদ্যায় এদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ আজও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম সারিতে নিজেদের অবস্থান পাকা করে নিয়েছেন। কে বলে, সব বিষয়ে আমাদের দেশ পিছিয়ে! না, মুদ্রিত কিম্বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ফলাও আজকের শক্তিশালী সামাজিক মাধ্যম তথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান দিয়েও। তাহলে কীভাবে এরা অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন? তীদের প্রভাবিত করছেন মোটা সুদে ঋণ নেওয়ার জন্য? এবং তাদের ঋণদানের উদ্যোগ সফলও হচ্ছে? এর উত্তরে নির্দিধায় বলতে হয় যে, অভাবী মানুষের প্রয়োজনই এদেরকে কাছে টেনে আনে। তাঁরা বাধ্য হন সুদখোরদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কিম্বা প্রতি দিনে মোটা সুদের বিনিময়ে ঋণ নিতে।

কোনোরকম প্রচলিত প্রকাশ্য-প্রচার ছাড়াই রাজ্যের সাধারণ অভাবী মানুষকে ঠকানো কিম্বা সর্বস্বান্ত করার প্রপদী কাজটি করে চলেছেন একশ্রেণির উচ্চ-মুনাফালোভীর (প্রেতারকও বটে) সংঘবদ্ধ দল। তারা টাকার বেড়ান। পাড়ার একে-ওকে ধরে কিন পরিচিতদের মাধ্যমে সহজে ঋণদানের কথা প্রচার করেন। এদের কাছ থেকে ঋণ নিতে গেলেও কোনও গ্যারান্টার কিম্বা ঘর-বাড়ি- সম্পদ গচ্ছিত রাখার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। ফলে সাধারণ অভাবী মানুষ সহজেই ঋণগ্রহণে আকৃষ্ট হন।

কোনও কিছু বন্ধক না রেখেই পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার- সহজেই ঋণ পাওয়া যায়। সুদের হার কোথাও প্রতিমাসে বিশ থেকে বাইশ শতাংশ। কোথাও আবার প্রতি পাক্ষিক (১৫ দিনে) অন্তর শুনতে হয় চড়া সুদ। মাসের পর মাস সুদের মোটা টাকা বহন করতেই ঋণগ্রহিতার দফারফা। সুদের টাকা দিতে না পারলেই ঋণদাতার আসল রূপ প্রকাশ পায়। শুরু হয় হুমকি। ক্রমাগত হুমকিতে কাজ না হলে বাড়িতে চড়াও হয়ে শারীরিক নির্যাতন -নিপীড়নের ঘটনাও বিরল নয়।

প্রান্তিক এলাকার অভাবী মানুষেরা ধার নিতে বাধ্য হলেও কীভাবে মেটাবেন সুদের মোটা টাকা? ফলে ঘরের ঘটি-বাটি সহ অন্যান্য জিনিসপত্র তো বটেই, যা কিছু সামান্য সম্পদ আছে, তা সবই তুলে দিতে বাধ্য হন সুদখোর ঋণদাতার হাতে। কিন্তু তাতেও মেটে না প্রতিমাসে নির্ধারিত মোটা অঙ্কের সুদের টাকা। আসল টাকা তো অনেক পরের বিষয়। বাড়ির পুরুষরা কেউ বা পরিচিতজনদের বাড়িতে সাময়িক লুকিয়ে আপাত-রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয় না।

কেউ কেউ আবার সুদখোরদের অমানুষিক তাড়না সামলাতে না পেরে অন্যপথও বেছে নেন। কী সেই অন্যপথ? আত্মহত্যার চরম পথ। ঋণ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার সহজ পথ যে পথে পা বাড়ানোর জন্যই যেন বন্দোবস্ত করে রাখেন ঋণদাতারা। কিন্তু তাতেও কি মুক্তি আছে ওই সুদখোর-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে? পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও আক্রান্ত ওই কাবুলিওয়ালাদের হাতে। ঋণের টাকা সুদে আসলে পুরোপুরি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ছাড়বার পাত্র নন আগ্রাসী ঋণদাতারা। সাবেকি কাবুলিওয়ালাদেরই নতুন সংস্কার এরা।

এদের কোনো শাস্তি হয় না। অর্ত-সংক্রান্ত এদের বেআইনি কাজে বাধা দেয়ারও কেউ নেই। প্রশাসন চলেছে তার নিজস্ব ধারায়। ঋণের জালে অভাবী মানুষকে বেঁধে ফেলার পর তাঁদের ধীরে ধীরে শোষণ করার ফাঁদ পেতে রেখেছে এরা। কোনো প্রচলিত আইনই এদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অনেকেই থানা পুলিশ-প্রশাসনও এদের দেখেও দেখে না। অভিযোগ জানালেও কোনও সুরাহা হয় না। মতবাদ নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতা কিম্বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও গুরুত্ব দেন না অভাবী মানুষের অভিযোগ-অনুযোগের। কারণ বেআইনি সুদের কারবারি তথা খণদাতাদের হাত বড় লম্বা। সেই লম্বা হাত পৌঁছে যায় সমাজের সর্বত্র। মনে পড়ে বাংলা ছায়াছবির সেই স্যার, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি" গোত্রের সতর্কবাণী। অনেকে তাই দেখেও দেখেন না। দেখার প্রয়োজনও বোধ করেন না। ফলে প্রতিবাদের কাজটি আর কোনোভাবেই সম্পন্ন হয় না।

সাধারণ মানুষদের পথে বসানো বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা সারদা-রোজভ্যালি-এমপিএস-আইকোর -সন্মার্গ- প্রয়াগ নিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই সাত বছরেও তাঁদের তদন্তের জাল গোটাতে ব্যর্থ। কিম্বা সরকারের গোপন নির্দেশে ঝুলিয়ে রাখতে তৎপর। মতবাদ নির্বিশেষে শাসকদলের মদতে এবং আইনের বেড়াজাল টপকে (পড়ুন ফাঁকে) যাঁরা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে মোটা অর্থ আদায় করে সরে পড়েছেন, তাদের বিচারের নামে চলছে এক ধরনের প্রহসন।

সাধারণ মানুষকে এনিয়ে সচেতন করারও আজ আর কেউ নেই। প্রশ্ন হল, কোথা থেকে আসে এই বেআইনি সুদের কারবারি তথা খণদাতাদের ঋণদানের অর্থ? অনেকেই মাইক্রোফিনানের নাম শুনেছেন। যারা গ্রামে-গঞ্জে বার্ষিক মোটা সুদে (বিশ-বাইশ শতাংশ) ঋণ নিয়ে থাকেন। গ্রামের অভাবী মহিলারা নানাবিধ প্রকল্পে এদের কাছ থেকে নেন। মাইক্রোফিনান্সের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দশ-বারোজনের এক-একটি দল গঠন করলেই বিনা বন্ধকে এই ঋণ পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। গ্রামগঞ্জের অনেকেই এই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজেদেরকে অনেকটা স্বাবলম্বী করে তুলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজকের প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বন্ধন ব্যাঙ্কও এধরনেরই কাজ করত। সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ১৪-১৫ শতাংশ হারে সুদে ঋণ নিয়ে সেই টাকা তারা বিশ- বাইশ শতাংশ চড়া সুদে ঋণ দিতেন। শহরতলি ও গ্রামগঞ্জে মাইক্রোফিনান্স সংস্থা হিসেবেই তারা কাজ করতেন। দেশজুড়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের পাশাপাশি তারা এখনও মাইক্রোফিনান্সের পুরনো কাজও করে থাকেন। যাঁরা প্রকৃতই উদ্যোগী, নিজেরা স্বাধীনভাবে কিছু করতে চান, তাদের অনেকে এর ফলে উপকৃত হয়েছেন। প্রয়োজনীয় পুঁজির জোগান দেয় মাইক্রোফিনান্স।

তবে অনেকে মাইক্রোফিনান্স সংস্থার বিরুদ্ধে সরবও। এরা নাকি কাবুলিওয়ালাদের চেয়েও বেশি খারাপ। নিন্দামন্দও করে থাকেন। কেন নিন্দামন্দ? মাইক্রোফিনা সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে চড়া সুদ নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ আছে। অভিযোগ করেন বটে; কিন্তু বিমাবন্ধকে খণ পাওয়াও তো সরকারি কিম্বা বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ফলে খণের ওপর সুদের হার চড়া হলেও উপকারে আসে প্রান্তিক মানুষের একথাও একদম অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকায় যেসব অভাবী মানুষেরা থাকেন।

যারা অবৈধ সুদের কারবার চালাচ্ছেন, অভাবী মানুষকে সুদের ঘেরাটোপে বেঁধে নিচ্ছেন, এমনকী হেনস্থা করছেন, আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করাচ্ছেন-- তারাও কিন্তু ওই মাইক্রোফিনান্স সংস্থার কাছ থেকেই "নির্ধারিত ব্যবসা"র কথা বলে বিনাবন্ধকে টাকা ধার নিচ্ছেন এবং ওই টাকা বেআইনি সুদের কারবারে খাটাচ্ছেন। যে হারে সুদ তারা মাইক্রোফিনা সংস্থাকে বার্ষিক দেন, সেই করছেন অভাবী মানুষের কাছ থেকে। হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন ঋণ নেন গ্রামগঞ্জের প্রান্তিক মানুষেরা? জোর করে তো কেউ ঋণ গছিয়ে দেয় না। দোষ তো ওই সুদখোর খণদাতাদের নয়, দোষ অভাবী মানুষেরই। আপাতদৃষ্টিতে কথাগুলি অবশ্য ঠিকই। কেউ খণ না নিলে কার সাধ্য জোর করে তা গছিয়ে দেয়। কেন ঋণ নেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই নিবন্ধে। নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে কেউ পাক্ষিক কিম্বা মাসিক উচ্চহারের সুদে খণ নেন না। আমাদের দেশের বিশেষ করে প্রান্তিক অঞ্চলের অভাবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানটা বুঝতে হবে।

কোথায় কোথায় এই সুদখোর ঋণদাতারা ওৎ পেতে বসে আছেনঃ কোন কোনএলাকায় তাদের কালো কাজকারবারের খরিদ্দার আছেন তা অনেকে জানেনও। এরা ছড়িয়ে আছেন উত্তর চবিশ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে। বনগী সেকসনের দুর্গানগর, নিমতা, ফতুল্লাপুর, নিউবারাকপুর, মধ্যমগ্রাম থেকে বাদু, গুস্তিয়া সহ আরও অনেক গ্রামীণ অঞ্চলে। যেখানে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার অস্তিত্ব থাকলেও ঋণগ্রহণের ক্ষমতা নেই অনেকের। ফলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সুদের কারবারিদের অবৈধ কারবার।

স্থানীয় ত্ত পুরসভা, এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা, ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা, প্রশাসন একটু সজাগ ও সতর্ক থাকলে সুদের কারবারিদের অবৈধ কারবার হয়ত কিছুটা রুখে দেওয়া সম্ভব হবে। অভাবী মানুষদের বোঝাতে হবে ওই চড়া সুদে টাকা ধার নেওয়ার পরিণামটা কী হতে পারে। প্রয়োজনে পোস্টার-লিফলেট-হোর্ডি--ফ্লেক্স টাঙিয়ে সতকীকরণের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এমনকী, মাইকে প্রচার চালাতে হবে। সুস্থ নিতেই হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মুদ্রার এপিঠ—ওপিঠ

সুতীর্থ চক্রবর্তী

হিন্দু ধর্ম ও জাতপাত একই মুদ্রার দুই পিঠ। ফলে, রাজনীতিতে জাপতাপ এলে যে ধর্ম আসবেই, তা একরকম অনিবার্য বলা যায়। এবারের বিধানসভা ভোটে জাতপাত ও ধর্ম এতটা প্রবল ও স্পষ্টভাবে এসেছে, যাতে বাঙালি ভদ্রলোকরাও কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছেন। কারণ, বাঙালি ভদ্রলোকের এটা এক অহংকারের জায়গা ছিল যে, বাংলার রাজনীতিতে জাপতাপ বা ধর্মের কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

বামপন্থীরা এক পিরজাদার সঙ্গে হাত মিলিয়ে যখন ভোটে দু'-চারটে আসন জেতার চেষ্টা করেন, তখন বোঝা যায়, রাজনীতির দেউলিয়াপনা কোথায় পৌঁছেছে। এই পিরাজাদা আচমকা রাজনীতিতে প্রবেশের অগে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে এমন অনেক মন্তব্য। করেছেন, উসকানিমূলক। যদিও এখন সেই পিরজাদা বলেছেন, 'অতীতে যা হয়েছে, তা হয়েছে। এখন তিনি রাজনৈতিক দল গঠন করার পর নাকি শুধু ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কথা-ই বলছেন, বাংলার রাজনীতিতে ধর্ম বা জাতপাতের বাহুল্য রোখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দাবি করতেন বামেরাই। কিন্তু তাঁরা যখন প্রকাশ্যে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে জোটে যান, তখন বোঝা যায়, ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতিটাই রাজ্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

রাজনীতির ময়দানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুগুলি নিয়ে আন্দোলন করে তাঁরা জাতপাত ও ধর্মকে রাজ্যে পিছনের সারিতে ঠেলেছেন বলে বামপন্থীদের দাবি আজ অমূলক লাগে।

বাংলার মানুষ যদি শ্রেণি রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিত, তাহলে কী করে রাতারাতি জাতি পরিচয় বা ধর্ম-পরিচয়ের রাজনীতি সামনে চলে এল? ধর্মের সঙ্গে তলে তলে গোপন আপস করে গিয়েছেন। অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই, ক্ষমতায় থাকার ৩৪ বছরে বামেদেরও একটি ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি ছিল। এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি মোটেও শ্রেণিনির্ভর ছিল না। শুধু পার্টি সোসাইটি-র কথা বলে এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিকে ব্যাখ্যাও করা যাবে না। বামপন্থীরাও যখন নির্বাচনে প্রার্থী চয়ন করতেন, তখন জাতপাত বা ধর্মের পরিচয়ের সিহাবটাকে মাথায় রাখতেন। যেহেকু বামপন্থীরা তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে এই বিষয়গুলিকে আড়াল করতে সক্ষম হতেন, তাই বিরোধীরাও চট করে ধর্ম ও জাতপাতকে সামনে আনতে পারতেন না। বাম আমলে যে রাজনৈতিক দল করা-ই কিছু মানুষের কাছে জীবনযাত্রার উপায় ছিল, তা নিয়ে সংশয় নেই। শ্রেণি নয়, এঁদেরকে নিয়েই তৈরি হয়েছিল 'পার্টি সোসাইটি'। কিন্তু তা বলে পার্টি সোসাইটিকে রাজ্য রাজনীতির একমাত্র অবলম্বন ভাবটা ঠিক হবে না। পার্টি সোসাইটির গভীরেই সুপ্ত ছিল জাতপাত ও ধর্মের বিভাজনও।

বামেরা শ্রেণি রাজনীতি বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কথা বলেও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সংখ্যালঘু প্রার্থী দাঁড় করাতেন। বা, মতুয়া অধ্যুষিত কেন্দ্রে মতুয়া প্রার্থী। রাজ্যের যে যে এলাকায় জাতপাতের প্রভাব রয়েছে, সেখানে সেই প্রভাবশালী জাতের প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রেও বামেরা অন্যথা করতেন না। কারণ, তাঁদের কাছেও ভোটে জেতাটাই অগ্রাধিকারে থাকত। এমনকী, নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় উচ্চবর্ণের প্রার্থীর সন্ধানও বামেদের করতে দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ পরিচয় সত্তার রাজনীতিকে প্রচ্ছন্ন রেখেই বামেরা এই রাজ্যে ৩৪ বছর ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। কিন্তু আপাতভাবে তাঁরা এটাই দেখাতেন যে, এ রাজ্যে ধর্ম বা জাতপাতের রাজনীতিকে মানুষ গ্রহণ করে না। সমাজতাত্ত্বিকরা অনেকে বহু সময়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা এইভাবে দিতেন যে, বাংলার সমাজে এখন ভদ্রলোকের আধিপত্য অটুট রয়েছে। এই 'ভদ্রলোক' কারা? যাঁরা ঔপনিবেশিক আমলে পাশ্চ্যত্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এই পাশ্চ্যত্য শিক্ষার দৌলতে যাঁরা বাইরেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো সমাজের যে দুর্বল অংশে পৌঁছয়নি সে অংশ সাধাণরভাবে ঘরে বন্দি থাকত। ভদ্রলোকের এই আধিপত্য রাজ্যে গণতন্ত্রকে একেবারে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেয়নি, এমন সামালোচনা আবার সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিরল নয়।

এই রাজ্যের বাম-যুগের অবসানের পর অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু ক রে। রাষ্ট্রও বিভিন্ন জাত ও শ্রেণির ক্ষমতায়নকে স্বীকৃতি দিতে থাকে। বিভিন্ন জাতির নামে উন্নয়ন বোর্ড পর্ষদ ইত্যাদি গঠন যার ববিঃপ্রকাশ। জাতপাতের পরিচয় যখন রাজনীতির অহগনে প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন যে ধর্মের পরিচয় খুব দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে না, তা বলা বাহুল্য। জাতপাতের রাজনীতি ও ধর্মের রাজনীতি দেশের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে হাত ধরাধরি করে চলেছে। কারণ নিম্নবর্ণের মানুষ তার দাবিদাওয়া নিয়ে সরব হলে ধর্মের মোড়কে উচ্চবর্ণের মানুষ ও সক্রিয় হয় নিজের আধিপত্য রক্ষায়। মণ্ডল কমিশন ও রাম মন্দির আন্দোলনের সূত্রপাত একই সয়ে ঘটেছিল। নয়ের দশক থেকে গো-বলয়ে মণ্ডল ও রাম-রাজনীতির রমরমা। একে অপরের প্রতিপক্ষ যেমন এরা হয়েছে, তেমন এরা হাত ধরাধরি করে চলেছে। কখনও মণ্ডলের রাজনীতি-রাম -রাজনীতির রথকে রুখে দিয়েছে। কখনও আবার রামের রাজনীতিতে ধরাশীয়া হয়েছে মণ্ডলের রাজনীতি। বামেরা তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে মণ্ডল ও রাম-রাজনীতির আধিপত্যকে যে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, তা অস্বীকারর করার জায়গা নেই। কিন্তু এবারের বিধানসভা ভোট বলে দিচ্ছে, চলেছে, তত নগ্নভাবে জাতপাত ও ধর্মের রাজনীতির আস্ফালন প্রকাশ্যে আসছে। এটা যে কোনও চিন্তাশীল মানুষের কাছেই উদ্বেগের। কাণর ভোট আসবে, ভোট চলে যাবে। কিন্তু এই সামাজিক ক্ষত দ্রুত মেরামত হবে না। সামাজিক মেরুকরণ বা বিভাজন, যেটাই আমরা বলি না কেন, তা ভবিষ্যতের পক্ষে নিশ্চয়ই ভাল কিছু হতে পারে না। বাংলার সঙ্গে গো-বলয়ের সমাজ জীবনের বহু পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় দেশভাগের ক্ষত রয়েছে। যা গো-বলয়ের রাজ্যগুলিতে নেই। বাংলায় হাজার হাজার কিলোমিটারের সীমান্ত রয়েছে। তার নিজস্ব কিছু সমস্যা রয়েছে। বাংলায় জাতপাত ও ধর্মের বৈচিত্র অনেক বেশি। ফলে বাংলার সমাজ-জীবনের মেরুকরণের ক্ষত ভবিষ্যতের জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।

কথিত, প্রেমে ও যুদ্ধে অন্যায় বলে কিছু নেই। নির্বাচনও একটা যুদ্ধই। নির্বাচনকে যুদ্ধ মনে করে রাজনৈতিরক দল ও প্রার্থীরা সবরকম অস্ত্র প্রয়োগ করছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও হয়তো কিছু সংযমের প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। ভোটে আমরা কোন হাতিয়ার প্রয়োগ করব আর কোন হাতিয়ার প্রয়োগ করব না, সে-ব্যাপারটায় যেন এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণরেখা থাকে। অতীতে বাংলার তথাকথিত ভদ্রলোকের রাজনীতিতে এই অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণরেখাটি অন্তত থাকত। গণতন্ত্র তৃণমূল স্তরে পৌঁছনোর নাম করে যদি আমরা গণতন্ত্রে ভিত্তিটাকে দুর্বল করে দিই, তাহলে সেটা হবে সবচেয়ে বড় আত্মঘাতী কাজ। দুনিয়া জুড়েই সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা। সবরকম ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ থেকে বিযুক্ত রাখার পথে হাঁটতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি মানেও ধর্ম ও রাজনীতির এক স্পষ্ট ভেদরেখা। নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেও যেন সেই ভেদরেখা থাকা বাঞ্ছনীয়। এখন যাঁরা বিষয়টিকে লঘু করে দেখছেন, ভবিষ্যতে তাঁদেরও এই কাজের মূল্য চোকাতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হকাররা চৈত্র মেলার আয়োজন করার দাবিতে পুর নিগমে ডেপুটেশান দিয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় কংগ্রেস ও ডিএমকে : জে পি নাড্ডা

চেন্নাই, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ডিএমকে এবং কংগ্রেস পরিবারতান্ত্রিক মূল্যবোধের দল। তাঁরা গণতন্ত্রে মোটেও বিশ্বাসী নয়, তাই তামিলনাডু এবং ভারত দু''বার তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। শনিবার তামিলনাড়ুর মোদাকুরিচির জনসভা থেকে এভাবেই ডিএমকে ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নাড্ডা বলেছেন, 'আমাদের বিরোধীরা তামিলনাড়ুকে অপমান করার চেষ্টা করছে। ডিএমকে এবং কংগ্রেস পরিবারতান্ত্রিক মূল্যবোধের দল। তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়, তাই তামিলনাড়ু এবং ভারত দু''বার তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। এআইএডিএমকে এবং বিজেপির মতো গণতান্ত্রিক দল আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে চলবে।

২জি, ৩জি, ৪জি, এবং জিজাজির জন্য পরিচিত ডিএমকে ও কংগ্রেস।' নাড্ডা বলনে, 'মোদীজি হলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি শ্রীলঙ্কার জাফনাতে গিয়েছিলেন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে শ্রীলঙ্কাতে পাঠিয়েছিলেন মোদীজি এবং তামিল সংখ্যালঘুরা যাতে নিরাপদে থাকেন তা নিশ্চিত করেছিলেন। স্ট্যালিন কখনও কারুণ্পার কোট্টামের নিন্দা করেননি। মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে মৎস্যজীবীদের উপর গুলি চালানোর ঘটনা থেমেছে।'

নাড্ডা এদিন বলেন, 'তামিলনাড়ুকে ১১টি মেডিক্যাল কলেজ দেওয়া হয়েছে, গোটা দেশের মধ্যে তামিলনাড়ুতেই সর্বাধিক। মুদ্রা যোজনার সবথেকে বেশি সুবিধাভোগী তামিলনাড়ু থেকেই। রেশমের জন্য, এক্ষেত্রে ১,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মেট্রো রেলের জন্য ৩,৭৭০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, রেলের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।' নাড্ডা আরও বলেন, 'তামিলনাড়ুকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনেছেন মোদীজি। ১৩ তম বেতন কমিশনে মাত্র ৯৪ হাজার কোটি টাকা পেয়েছিল তামিলনাড়ু, কিন্তু মোদীজির নেতৃত্বে ১৪ তম বেতন কমিশনে তামিলনাড়ু পেয়েছে ৫.৪২ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা করিডোরের জন্য ৭ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছেন মোদীজি, এর ফলে যুবকদের কাজের সংস্থান হবে।'

তারকেশ্বরের সভা থেকে বিজেপি-কে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : নন্দীগ্রামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছে বিজেপি। শনিবার তারকেশ্বরের সভা থেকে বিজেপি-কে এভাবেই এক হাত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা জনসভায় বলেন, বিজেপি একটা অপদার্থ দল। শুধু দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ নয়, গুজরাতও তাকিয়ে আছে, ভারত কী করছে। এরা একজন চেসেস্কু, আরেকজন হচ্ছে হিটলার। তিনি সভায় বলেন, "নন্দীগ্রামে আমাকে বলল বাইরের লোক, এখন গদ্দাররা হয়ে গেল দেশের লোক? অনেক অত্যাচার করেছে। নন্দীগ্রাম আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। নন্দীগ্রামে আমি চোখের সামনে দেখেছি সব। পরিস্থিতির কথা বলতে এক তৃণমূলের সমর্থক যুবক আমার কাছে এসেছিল। বিজেপি-র লোকেরা দলের সমর্থকদের অপহরণ করার হুমকি দিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের গুন্ডাদের নিয়ে এসেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাণ্ডব করেছে। আমি যে বুথের বাইরে বসেছিলাম, তার বাইরে বিজেপি আমায় ঘিরে রেখেছিল। এক দিনে ঠাসা কর্মসূচি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ক্যানিংয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃতীয় সভা করার পরই তৃণমূল নেত্রী শনিবার পৌঁছে যান তারকেশ্বরে।

ভোলে বাবা পার লাগাও, বাংলা ভাগ রুখে দাও : তারকেশ্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তারকেশ্বর, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : "ভোলে বাবা পার লাগাও, বাংলা ভাগ রুখে দাও। একটু বিজেপি-র গুন্ডাদের রুখবেন মেয়েরা।" শনিবার তারকেশ্বরের জনসভায় এভাবেই লড়াইয়ে উজ্জীবিত করার ডাক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ ভয় দেখালেও ভয় পাবেন না। মেয়েরা সামনে থেকে লড়াই করবে না। হাতাখুন্তি নিয়ে খেলা হবে। বিজেপি-র মাঠ খালি করতে হবে। এমন করে ভোট দেবেন, বিজেপি যাতে বোল্ড আউট হয়ে যায়। ওরা পাপী, ওদের ভোট দেবেন না। বাংলা কথাটা বলতে ওদের লজ্জা লাগে। আর নির্বাচনের আগে যত গ্যাস। ভোটের আগে টাকা দিলে নিয়ে নেবেন, ভোটের বাক্সে উল্টে দেবেন। বিজেপি-কে উল্টে দিন, ভাল করে উল্টে দিন। তৃণমূলনেত্রী বলেন, নোটবন্দির টাকা কোথায় গেল নরেন্দ্র মোদীকে জবাব দিতে হবে। সব সরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছে, কৃষকদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের গরীব মানুষের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আপনার বাড়িতে বাঘ ঢুকলে পাশের অন্য ধর্মের মানুষের বাড়িতে ঢুকবেন না? আমফান যখন এসেছিল, তখন কি ধর্ম দেখে এসেছিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দেশে তৈরি করোনা-ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত : নকভি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি। শনিবার দ্বিতীয় দফার টিকা নেওয়ার পরই দেশকে সুস্থ ও কোভিড-মুক্ত করার আহ্বান জানালেন নকভি। শনিবার পার্লামেন্ট হাউস এনেক্সে দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি। ভ্যাকসিন নেওয়ার একটি ছবি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করে নকভি জানিয়েছেন, 'পার্লামেন্ট হাউস এনেক্সে করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলাম। মেড ইন ইন্ডিয়া করোনা ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। যাঁরা ভ্যাকসিন নেওয়ার যোগ্য, তাঁরা টিকা নিন এবং ভারতকে করোনা-মুক্ত করার ক্ষেত্রে নিজেদের অবদান রাখুন।'

উল্লেখ্য, ৪৫ বছরের ঊর্ধে সকলের জন্য গত বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। টিকাকরণের মধ্যেই ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯, ১২৯ জন, এবছরের মধ্যে সর্বাধিক। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৭১৪, মৃত্যুর সংখ্যাও সর্বাধিক। অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, পঞ্জাব, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে।

এইমস-এর বিশেষ রুমে স্থানান্তরিত রাষ্ট্রপতি, দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শনিবার আইসিইউ থেকে এইমস-এর বিশেষ রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে। রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রয়েছে চিকিৎসকদের, আপাতত রাষ্ট্রপতিকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন চিকিৎসকরা। গত ৩০ মার্চ দিল্লি এইমস-এ বাইপাস সার্জারি হয়েছিল রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। তারপর থেকেই আইসিইউ-তে ছিলেন রাষ্ট্রপতি।

শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'শনিবার আইসিইউ থেকে এইমস-এর বিশেষ রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে। রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার ধারাবাহিক উন্নতি হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার দিকে সর্বদা নজর রাখছেন চিকিৎসকরা, আপাতত রাষ্ট্রপতিকে বিশ্রাম নিতে বলছেন চিকিৎসকরা।

মোদী থেকে যোগী, মিঠুন, বিপরীতে পিসি-ভাইপো জমজমাট বঙ্গে ভোটের প্রচার

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে দু'দফার ভোট মিটে গিয়েছে। আগামী ৬ এপ্রিল অর্থাৎ মঙ্গলবার ভোট তৃতীয়ার আগে ফের প্রচারে জোর দিতে চলেছে বিজেপি। আছেন মোদী থেকে যোগী, মিঠুন। পিছিয়ে নেই তৃণমূলও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই করছেন পাঁচটি জনসভা। আছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনসভা।

সপ্তাহান্তে শনিবার রাজ্যে প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ ছাড়াও তিনটি সভার কথা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। রয়েছে বিজেপি-র পাঁচ সাংসদ রবি কিষাণ, মনোজ তিওয়ারি, সন্তোষ গঙ্গোয়ার, গৌতম গম্ভীর, রূপা গাঙ্গুলি ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদম্বিকা পালেরর একগুচ্ছ সভা। সেই সঙ্গে রাজ্যের একাধিক জায়গায় প্রচারে যাচ্ছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও সদ্য নন্দীগ্রামে নির্বাচন লড়া শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বাংলায় দু'টি জনসভা রয়েছে মোদীর। প্রথমটি দুপুর পৌনে তিনটেয় হুগলির হরিপালে। সেখানে এ বার বিজেপি প্রার্থী সমীরণ মিত্র। তবে হরিপালে সভা করলেও বলা যেতে পারে হুগলির একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রকে নিজের প্রচারের আওতায় আনবেন মোদী। পাশেই সিঙ্গুর। সেখানে এ বার বিজেপি প্রার্থী করেছে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক মাস্টারমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী করেছে বেচারাম মান্নাকে। কঠিন লড়াই সিঙ্গুরে। তার মধ্যে সেখানে কৃষি বনাম শিল্পের দ্বন্দ্ব বহুদিনের। শনিবার নিজের বক্তৃতায় কৃষি ও শিল্প দুইয়ের মেলবন্ধন করতে পারেন মোদী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ওয়াংখেড়েতে ৮ মাঠকর্মী করোনা আক্রান্ত

মুম্বই, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে গোটা দেশে। তবে দেশের দৈনিক সংক্রমণের অর্ধেকেরও বেশি মহারাষ্ট্রে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৭ হাজার ৯১৩ জন। বাদ পড়েননি মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ের ৮ মাঠকর্মী। এবার অনুশীলন নিয়ে চিন্তায় আইপিএল-র বিভিন্ন দল। ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে আইপিএল। প্রথম ম্যাচ চেন্নাইয়ে। তার আগে এই ঘটনা চিন্তায় ফেলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। চেন্নাই সুপার কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ রয়েছে ওয়াংখেড়েতে। ১০ এপ্রিল সেই ম্যাচ দিয়েই মুম্বইয়ে শুরু হবে আইপিএল। আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত খেলা রয়েছে সেখানে। মাঠে দর্শক ঢুকতে দেওয়া হবে না তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় বোর্ড। মহারাষ্ট্রে করোনা যে হারে বাড়ছে তাতে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সেখানকার সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও।

শ্রীনগরের হাসপাতালে ভর্তি হলেন ফারুক আবদুল্লা, শুভাকাঙ্খীদের ধন্যবাদ ওমরের

শ্রীনগর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হওয়ার ৪-দিন পর শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট তথা শ্রীনগরের সাংসদ ফারুক আবদুল্লা। শনিবার ফারুকের ছেলে এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সহ-সভাপতি ওমর আবদুল্লা টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন। ওমর টুইট লিখেছেন, 'চিকিৎসকদের পরামর্শে এবং আমার বাবাকে আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য শ্রীনগরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।' গত ৩০ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ফারুক আবদুল্লা। বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে ছিলেন তিনি। কিন্তু, চিকিৎসকরা ফারুককে হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বলেছেন, তাই শনিবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে শ্রীনগরের সাংসদকে। এই সময়ে ফারুকের সুস্থতা যাঁরা কামনা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওমর। টুইটারে ফারুকের ছেলে লিখেছেন, 'সাপোর্ট ও প্রার্থনার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ আমার পরিবার।'

ফের বাড়ল সংক্রমণের হার, ভারতে ২৪.৬৯-কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৪.৬৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ এপ্রিল সারা দিনে ১০,৪৬,৬০৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৪,৬৯, ৫৯,১৯২-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯,১২৯ জন। ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪৪, ২১৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৪,২০২ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬৪,১১০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় একলাফে মৃত্যু হয়েছে ৭১৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৫,৬৯, ২৪১ জন (৯৩.৩৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৪৪,২১৩ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৬,৫৮,৯০৯ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৫.৩২ শতাংশ)। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু ৭১৪ জনের, দৈনিক করোনা-সংক্রমণ বেড়ে ৮৯,১২৯

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ক্রমেই ঊর্ধমুখী। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯,১২৯ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা এক ধাক্কায় ৭১৪-তে পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৬.৫৮-লক্ষের (৫.৩২) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতাও স্বস্তি দিচ্ছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৪, ২০২ জন করোনা-রোগী। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৫,৬৯,২৪১ জন করোনা-রোগী (৯৩.৩৬ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৮৯,১২৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২৩,৯২, ২৬০-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭১৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৪,১১০ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯০৯ জন (৫.৩২ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪৪,২১৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৯৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩০,৯৩,৭৯৫ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

রায়দিঘিতে দেবশ্রীকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : রায়দিঘীতে দলীয় প্রার্থীর হয়ে সভা করতে গিয়ে শনিবার সকালে দেবশ্রী রায়কে একহাত নিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রায়দিঘীতে সভা করতে গিয়ে তৃণমূলনেত্রী জানিয়ে দিলেন দেবশ্রী রায়কে কেন তিনি এবার টিকিট দেননি। বললেন, "দেবশ্রী রায় তৃণমূলের টিকিটেই বিধায়ক হয়েছিল। কিন্তু সময় দিত না। মানুষের ক্ষোভ জমছিল। ২০১৬তেও দিতাম না। বলেছিল সময় দেব। তাই দিয়েছিলাম। কিন্তু দেয়নি। মানুষ তাই রেগে গিয়েছে ওর ওপরে। তাই এবারে আর টিকিট দিইনি। এখন টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে চলে গিয়েছে।" দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘী বিধানসভা আসন থেকে ২০১১ সালে সিপিএমের দাপুটে নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দেবশ্রী রায়কেই প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। কান্তিবাবুকে হারিয়ে সেবার "জায়েন্ট কিলার" এর তকমা পেয়েছিলেন দেবশ্রী। কিন্তু সেই সময় থেকেই অভিযোগ ছিল রায়দিঘীতে আসেন না দেবশ্রী। দলের নেতাকর্মীরা তো বটেই আমজনতাও তাঁর নাগাল পেত না। এই কারনেই তৃণমূল নেতৃত্ব দেবশ্রীকে আর ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট দিতে চায়নি, কিন্তু সেই সময় শোভন চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে ফের টিকিট পেয়েছিলেন দেবশ্রী। কিন্তু নিজেকে বদলাননি তিনি। দেখা মিলতো না তাঁর রায়দিঘীর বুকে। শোভনবাবু তৃণমূল ছাড়ার পর থেকে জোড়াফুল শিবিরের সঙ্গে আরও দূরত্ব বাড়ে দেবশ্রীর। এমনকি তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সোজা দিল্লিতে বিজেপির সদর কার্যালয়ে চলে গিয়েছিলেন পদ্মশিবিরে যোগ দিতে। কিন্তু যোগ দিতে পারেননি শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র আপত্তিতে। পরে তৃণমূলে ফিরে এসে আবারও টিকিট প্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু রাজ্যের কোনও আসন থেকেই আর তাঁকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অবশ্য বলেন, দেবশ্রী বিজেপিতে চলে গিয়েছেন বলে যে দাবি করেছেন সেটা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেননা দেবশ্রী এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে অন্তত বিজেপিতে যোগ দেননি।জানিয়েছেন, পদ্মশিবির থেকে সম্মানজনক কোনও অফার পেলে তিনি অবশ্যই ভেবে দেখবেন।

আবার রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবশ্রী রায়কে নিয়ে এখনই আর কিছু ভাবছে না দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলার বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল কী হয় তা দেখেই দল পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। অন্যদিকে দেবশ্রীও জানিয়েছেন তিনি রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে খুব একটা আর উৎসাহী নন। বরঞ্চ তিনি সিনেমার জগতে আবারও ফিরে আসতে চান। সেখানেই কাজ করতে চান আপাতত।

চড়া গরমের মাঝেই শনি ও রবিবার বিকালে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিনবঙ্গে

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে চলছে তাপপ্রবাহ। চড় চড় করে উঠছে পারা। তবে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য সামান্য সুখবর। সপ্তাহান্তের দু'দিন বিকালে চলতি মরশুমে প্রথমবারের জন্য কালবৈশাখীর মুখোমুখি হতে পারেন তাঁরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনি ও রবি বার বিকালের দিকে বা সন্ধ্যায় কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণবঙ্গের বুকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এখুনি বাংলার বুকে তাপপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

তাপমাত্রার উর্ধগতির হাত ধরেই মরুশহর জয়সালমেরকে হার মানিয়ে দিয়েছিল খোদ কলকাতা। রাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় তাপমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ৪০ ডিগ্রি। কোথাও বা ৪১ কোথাও বা ৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল চলতি সপ্তাহেই। তাই সেই গরম সয়ে মানুষের মুখ্য জানার বিষয় হয়ে উঠেছিল কবে নামবে ঝড়বৃষ্টি? কবে হবে কালবৈশাখী? গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে। সেই ইঙ্গিত মিলল অবশেষে।

আলিপুর আবহাওয়া দফরত থেকে এদিন জানানো হয়েছে, এখুনি বাংলার বুকে তাপপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের পশ্চিম দিকের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ চললেও আজ ও আগামিকাল কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলিতে বিকেলে দিকে হতে পারে ঝড়বৃষ্টি। অর্থাৎ মরশুমের প্রথম কালবৈশাখীর দেখা অবশেষে পেতে চলেছেন কলকাতা ও লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর এই খবর দেওয়ার পাশাপাশি এটাও জানিয়েছে যে, আগামী দু''তিনদিন কলাকাতা ও লাগোয়া এলাকায় কিছুটা হলেও কম থাকবে তাপমাত্রা। প্রসঙ্গত, গত ১০ বছর ধরে বাংলায় তাপপ্রবাহ শুরু হত মে মাস থেকে। কিন্তু এই বছর তাপপ্রবাহের প্রকোপ শুরু হয়েছে মার্চ থেকেই। প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবেই এত গরম পড়ছে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া বিভাগ। এছাড়াও আবহাওয়ায় শুষ্কতার মাত্রা বেড়েছে। আশঙ্কার বাণী শুনিয়েছে দিল্লির মৌসম ভবনও। এপ্রিল জুড়ে বইবে "লু" অর্থাৎ গরম বাতাস। গত ৭৬ বছরের রেকর্ড ভেঙে মার্চে এইবছর দিল্লির তাপমাত্রা পৌঁছয় ৪০.১ ডিগ্রিতে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বেশ কিছু রাজ্যেও তাপমাত্রা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। এসবের জেরে বাংলার বুকেও ধেয়ে আসছে পশ্চিম ও মধ্য ভারতের শুকনো গরম হাওয়া। তার জেরেই বাংলার একটা বড় অংশ জুড়ে চলছে তাপপ্রবাহ। তবে এবার ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে এর তেজ কিছুটা হলেও কমবে বলে এখন মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মানুষের সঙ্গে, মানুষের পাশে থাকতে চাই : প্রতীক উর রহমান

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আগে সিপিএমের অনেক তরুণ-তরুণীই বিধানসভা, লোকসভা ভোটে লড়েছেন। এমনকী পাঠানো হয়েছে রাজ্যসভাতেও। তবে ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি ও সম্পাদকেরা একসঙ্গে ভোটের টিকিট পেয়েছেন বলে কেউ মনে করতে পারছেন না। এবারের বিধানসভা ভোটে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সিপিআইএম। সংযুক্ত মোর্চায় দলের প্রার্থী হিসেবে একঝাঁক তরুণ মুখকে দেখা গিয়েছে। তবে তাদের ছাত্র এবং যুব সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের একই সঙ্গে ভোটে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এমন উদাহরণ আগে নেই। এঁদেরই একজন প্রতীক উর রহমান। লড়বেন ডায়মন্ড হারবার থেকে। তাঁর বাড়ি ওই এলাকায়। তিনি এখন এসএফআই রাজ্য সভাপতি। পেশায় আইনজীবী। বাকিদের মতো তাঁরও ভোটে লড়াই অভিজ্ঞতা নেই। পুরোদমে নেমে পড়েছেন প্রচারে। দাঁতে দাঁত চেপে, অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত এগিয়ে যাচ্ছেন।

ডায়মন্ড হারবারের ভূমিপুত্র। জন্ম ১৯৯০ সালের ১০ই মে। ২০০৭ সালে ডায়মন্ড হারবার হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় প্রতীক ছাত্র রাজনীতির সংস্পর্শে আসে। এবং নিশ্চিত ভাবেই শিক্ষা ও সংগ্রামের পথ ধরে ছাত্র আন্দোলন মানেই ছিল এসএফআই। ২০০৮ সালে প্রতীক ভর্তি হয় ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজে। অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে মজবুত সংগঠন গড়ে তোলায় নেতৃত্ব দেয়। ২০০৯-১০ সালে প্রতীক উর ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ২০১১ সালের ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন বিধায়কের নেতৃত্বে ভয়ঙ্কর আক্রমনের শিকার হয় ছাত্ররা। প্রতীককে মেরে ফেলে দেওয়া হয় কলেজের পাঁচিলের পিছনে জলাশয়ে। অনেকে ভেবেছিল, মুখ গুঁজে পড়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটা মরেই গেছে। কিন্তু মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব যার নেশা, সে নিজেই ফিনিস্ক পাখির মত আবার জেগে ওঠে।

তথাকথিত পরিবর্তনের জামানায় কলেজ ক্যাম্পাসে তৃণমূলের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে এসএফআই এবং নিশ্চিত ভাবে প্রতীক। বহুবার আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হওয়ার পরেও লড়াই থেকে এক ইঞ্চিও পিছু হটেনি ছেলেটা। ২০১২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক এবং ২০১৬ সালে এল এল বি ডিগ্রি অর্জনের পর ২০১৯ সালে রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রতীক-উর কথাটার অর্থ আল্লার চিহ্ন। নিজের কথা জানাতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে প্রতীক জানালেন, "সর্বশক্তিমানের প্রতিনিধি হয়ে মানুষের সঙ্গে, মানুষের পাশে থাকতে চাই। বাবা ছিলেন সাহিত্যজগতের মানুষ। পরবর্তীকালে ব্যবসায় আসেন। পরিবারের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ছিল না। স্কুলেই রাজনীতির হাতেখড়ি। কলেজ থেকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে আছি।" প্রতিপক্ষ? "আমি তো কোনও প্রতিপক্ষ দেখতে পারছি না। বরং, তৃণমূল আর বিজেপি পরস্পরের প্রতিপক্ষ! তৃণমূল গণতান্ত্রিক অধিকার লুঠ করেছে। মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি। চুরি করেছে। বিজেপি গ্যাসের দাম, পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ করেছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হিংসা-হানাহানি ঘটিয়েছে। মানুষ ওদের প্রতিপক্ষ।' বাম আমলে ডায়মন্ড হারবারে ছিল সিপিএমের শক্ত ভিত। ১৯৬৭-র পর ২০০৬ পর্যন্ত ১১টি বিধানসভা ভোটের মধ্যে ৯ বারই জিতেছে সিপিএম। '৭২ আর '৯৬-এর ভোটে জিতেছিল কংগ্রেস। এক দশকের ওপর সিপিএমের সেই ভিতে ক্ষয় ধরেছে। ২০১১-র বিধানসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী পান প্রদত্ত ভোটের ৫৩.৩৭ শতাংশ। সিপিএম প্রার্থী পান ৪০.৩৭ শতাংশ। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে এই দুই দলের প্রার্থী পান যথাক্রমে ৯৬, ৮৩৩ এবং ৮১,৭৯৬। বিজেপি-র উল্লেখযোগ্য ভোটবৃদ্ধি হয়। এই অবস্থায় ডায়মন্ড হারবারের হারানো জমি উদ্ধার করতে পারবে সিপিএম? প্রতীক-উরের জবাব, "পারব।" কিসের ভিত্তিতে বলছেন? উত্তরে বলেন, "প্রচারের সময়ে মানুষ ডেকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে বাড়িতে এসো। বসো। তৃণমূল বিজয়ী হয়ে যে চুরি-ডাকাতি করেছে, তোলাবাজি করেছে, বিকল্প একমাত্র তোমরা। মানুষ বলছে, তোমরি বাড়িতে থেকে, খেয়ে যাও। আমাদের যন্ত্রনার কথা শোনো।'

কিন্তু গত পঞ্চায়েত ভোটে এখানে সিপিএম নাকি প্রার্থীই দিতে পারেনি? জবাবে বলেন, "পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী দিতে পারেনি নয়, প্রার্থী দিতে দেয়নি। আজকে ভোট হোক। প্রতি বুথে তৃণমূল শোচনীয়ভাবে হারবে। ওরা বলছিল 'খেলা হবে'। আমরা তো বুথে বুথে ঘুরছি, খেলোয়ার খুঁজে পাচ্ছি না। কী 'খেলা হবে'? এবারের ভোটে তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কারণ যে ক'জন তৃণমূল ছিল, সব পটাপট বিজেপি-তে চলে গিয়েছে। যারা বিজেপি-তে ছিল, তৃণমূলে চলে গিয়েছে। মানুষ বলছে, কে কার সঙ্গে, বুঝতে পারছি না। বিকল্প তোমরা। তোমরা বাড়িতে আস, আমরা আছি।' মানুষের ইচ্ছেটাই আসল। ওরা যা করতে বলবে, সেটাই করতে হবে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নেই। সাধারণ মানুষের কাছে বার্তা নেই। ওরাই আমাদের বার্তা দিচ্ছে। আমরা মানুষের সাথে আছি। ওদের নিয়েই এগোতে চাই।' ডায়মন্ড হারবারের ভোট ৬ এপ্রিল।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গরমে কলা খাওয়া ভালো

ভারতীয় পুষ্টিবিদ রুজুতা দেবাকর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গরমে কলা খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে বলেন, ''সকালে, শরীরচর্চার আগে ও পরে অথবা নাস্তায় কলা খাওয়া ভালো।''

সকালের শুরুতে কলা: কলা কম অ্যাসিডিক ফল এবং এটা দিন শুরু করার জন্য আদর্শ খাবার। অ্যাসিডিটি, মাইগ্রেইন ও এমনকি পায়ের পেশির টান দূর করতে সাহায্য করে।

দিনের মধ্যভাগের নাস্তা: 'হাইপোথাইরোডিজম' একটা শারীরিক অবস্থা যখন শরীর ঠিক মতো থাইরয়েড হরমোন তৈরি করতে পারে না। কলা শক্তির ভালো উৎস এবং এটা হাইপোথাইরয়েকডিজম সমস্যা কমায়। মন ভালো রাখে এবং দিনের বেলায় কলা খাওয়া শক্তি সরবারহ করে।

দুধ, চিনি ও রুটির সঙ্গে কলা খাওয়া: রুজুতার মতে, স্বাস্থ্যকর খাবারের এই সমন্বয় ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার। এটি মাথাব্যথা এবং মাইগ্রেইনের সমস্যা দূর করতে কার্যকর। হজম করা সহজ বলে খাবার হিসাবে এটি শিশুদের জন্যও উপকারী।

দিনের শেষে কলা খাওয়া: কলা আঁশ সমৃদ্ধ, যা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। কলাতে ফ্রুক্টোজ কম হওয়ায় এটা আইবিএস বা পেটের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

মিল্কশেইক হিসেবে কলা: রুজুতা বলেন, ''দিনে যদি কম খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে কলার মিল্ক শেইক খেতে পারেন।''

''রাতে পড়ার সময়, অনলাইন ক্লাসের ফাঁকে বা শরীরচর্চা করার পরে নাস্তা হিসেবে কলার মিল্ক শেইক খাওয়া আদর্শ।''

আরও যা জানা থাকা ভালো

কলা উপকারী পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এবং হজম করা সহজ। তাই রুজুতা কলা খাওয়ার পরামর্শ দেন। কলা কেনার সময় স্থানীয় জাতের কলা বেছে নেওয়া ভালো। এগুলো ভেজাল মুক্ত ও স্থানীয় চাহিদার ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন করা হয়। তাই নির্দ্বিধায় খাওয়া যায়।

চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর ঘরোয়া উপায়

দূষণ, রোদ ও ধুলাবালির জন্য নিষ্প্রাণ চুলে উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনা যায় প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুলের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার কয়েকটি প্রাকৃতক উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

ডিম: দুইটা ডিম ভেঙে ভালো মতো ফেটে নিন যেন ফোম সৃষ্টি হয়। এরপর তা সরাসরি চুলে ব্যবহার করুন। ১৫ থেকে ৩০ মিনিট অপেক্ষার পর স্বাভাবিকভাবেই শ্যাম্পু করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিন।

ব্ল্যাক টি: দুটি টি-ব্যাগ গরম পানিতে দিয়ে নির্যাস বের করে দুই ঘণ্টা রেখে দিন। চুল পরিষ্কার করে এই পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। ১৫ থেকে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন ও নির্দিষ্ট সময় পর ধুয়ে ফেলুন।

দই: ছয় টেবিল-চামচ টক দই নিন। মাস্কের মতো করে সারা চুলে দই মেখে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে চুল পরিষ্কার করে নিন।

নারিকেল তেল: আধা কাপ নারিকেল তেল মাথার ত্বক ও চুলে মালিশ করুন। ২০ থেকে ৩০ মিনিট মাথা ঢেকে রাখুন এবং কুসুম গরম পানি দিয়ে চুল ধুয়ে শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করে নিন।

অ্যালো ভেরা: চার টেবিল-চামচ অ্যালো ভেরার জেলের সঙ্গে দুই টেবিল-চামচ জলপাইয়ের তেল ও সাদারণ দই মিশিয়ে তৈরি করে নিন।

মাস্কটি চুলে ব্যবহার করে ২০ থেকে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর ভালো মতো শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার ব্যবহার করে নিন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: সম পরিমাণ পানি ও অ্যাপল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে নিন। শ্যাম্পুর পরে এই পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। কিছুক্ষণ মাথার ত্বক ও চুল মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

সবুজ আপেল খাওয়ার বাড়তি উপকারিতা

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি, কে, আঁশ ও বিভিন্ন খনিজ উপাদানে ভরপুর আপেল। যে কারণে প্রবাদে বলা হয়, দিনে একটি আপেল খেলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া থেকে দূরে রাখে।

নানান রংয়ের মধ্যে লাল ও সবুজ আপেল বেশি চোখে পড়ে। আর পুষ্টিবিজ্ঞানের মতে সবুজ আপেলে রয়েছে বাড়তি গুণ।

স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সবুজ আপেল খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

বিপাক বৃদ্ধি: সবুজ আপেলে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকে। আঁশ হজন ক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে ও সহায়তা করে। হজমক্রিয়া উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপাক ক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়।

পরামর্শ: নাস্তা হিসেবে সবুজ আপেল খেতে পারেন, এটা বিপাক বাড়ায় ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। হাড়ের সুস্থতা: হাড়ের জন্য ক্যালসিয়াম উপকারী উপাদান। সাধারণত, নারীদের হাড় ক্ষয়, সরু হয়ে যাওয়া ও দুর্বলতার সমস্যা বেশি দেখা দেয়। বয়স ত্রিশের পর থেকে হাড়ের ক্ষয় হতে থাকে। মেনোপোজের সময় নারীদের সবুজ আপেল খাওয়া প্রয়োজন এটা 'অস্টিওপোরেসিস' বা হাড়-ভাঙা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

পরামর্শ: হাড়ের জটিলতায় ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত। পুষ্টির চাহিদা পূরণে সবুজ আপেল দিয়ে সালাদ বানিয়ে খেতে পারেন।

চর্বি ও ওজন নিয়ন্ত্রণ: সবুজ আপেল আঁশ সমৃদ্ধ ও ওজন কমাতে উপকারী। এটা শর্করার মাত্রা কমায় এবং এর খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বাড়তি ওজন কমাতে সাহায্য করে। ভিটামিন 'কে' রক্ত প্রবাহ ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

পরামর্শ: সবুজ আপেল বিপাক বাড়ায় ও ওজন কমায়। তাই ওজন কমাতে চাইলে নাস্তা হিসেবে সবুজ আপেলকে বেছে নিতে পারেন।

ফুসফুস ভালো রাখে: গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রতিদিন সবুজ আপেল খেলে তা ফুসফুসের ক্ষতির সম্ভাবনা ২৩ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সহায়তা করে। এতে অ্যাজমার ঝুঁকি কমে। যারা নিয়মিত ধূমপান করেন তাদের ফুসফুসের সুরক্ষাতেও সবুজ আপেল খাওয়া উপকারী। পরামর্শ: মহামারীর সময় ফুস্ফুসের সুরক্ষায় সবুজ আপেল খাওয়া উচিত। প্রতিদিন খাবার তালিকায় একটা করে সবুজ আপেল রাখুব।

দৃষ্টিশক্তি উন্নত করা: সবুজ আপেল ভিটামিন এ সমৃদ্ধ যা, দৃষ্টি শক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে। তাই দৃষ্টি শক্তি উন্নত করতে নিয়মিত সবুজ আপেল খাওয়া উপকারী।

পরামর্শ: সবুজ আপেলের সালাদ দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

প্রদাহজনিত সমস্যা দূর করে: আপেল খাওয়ার সময় এর খোসা বা আঁশ ফেলে দেবেন না। আপেলের খোসাও শরীরের জন্য উপকারী। এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। পাশাপাসগি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও ভূমিকা রাখে।

পরামর্শ: প্রতিদিন আপেল চিবিয়ে খেতে ভালো না লাগলে জুস তৈরি করে খেতে পারেন, এটাও উপকারী। উচ্চ কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: অনেক গবেষণা থেকেই জানা গেছে যে, সবুজ আপেল হৃদপিণ্ডের সুস্থতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে। এতে দ্রবীভূত আঁশ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। 'দ্যা আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন' থেকে জানা যায়, সবুজ আপেল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও স্ট্রোকের ঝুঁকি ৫২ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম। উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগে থাকলে খাবার তালিকায় সবুজ আপেল যোগ করারা কথা ভুলবেন না। পরামর্শ: কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থেকে থাকলে নিয়মিত সবুজ আপেল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

সুখী দম্পতি নেট জগতে ছবি দেয় কম

দাম্পত্য জীবনের রোমান্টিক ছবি দেওয়া মানে এই নয় যে তারা সবসময় সুখী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের দাম্পত্য জীবনের ছবি কিংবা ভিডিও দেখে অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। আবার মনের গভীরে হয়ত আপনি অন্যের সুখ দেখে হিংসা অনুভব করছেন।

অপরদিকে যারা দাম্পত্য জীবনের এই রোমান্টিক ছবিগুলো নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরছেন, নেপথ্যে তাদের দাম্পত্য জীবন আসলেই কতটুকু সুখের সেটাও ভাবার বিষয়।

যারা সত্যিকার অর্থে দাম্পত্য জীবনে সুখে আছেন, তাদের অধিকাংশই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নিজের সুখের সম্প্রচার এড়িয়ে চলেন।

কেনো তা করেন সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

সুখী সংসারের প্রমাণ দেওয়া অপ্রয়োজনীয়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের সুখী পরিবার নিয়ে পোস্ট দেওয়ার পেছনে কারণ হতে পারে আপনি মানুষকে বিশ্বাস করাতে চান যে আপনারা সুখে আছেন। তবে বাস্তবে এমন ইচ্ছে থাকাটা অযৌক্তিক। নিজের জীবনসঙ্গীকে নিয়ে আপনি সুখে আছেন এমনটা বাইরের মানুষকে বোঝানো কখনই প্রয়োজনীয় হতে পারেনা। আর একারণেই সত্যিকার সুখী দম্পতিরা ব্যক্তিগত জীবনের চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরতে আগ্রহ পান না।

নার্সিসিজম

যারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ফেইসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদি মাধ্যমে পোস্ট দেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় 'নার্সিসিজম'য়ের বৈশিষ্ট্য থাকে একথা প্রমাণিত। তারা নিজের সম্পর্কে মানুষের প্রসংশা চায়, মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে চায়, মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করুক এটাই তাদের কাম্য। এর নেপথ্যের কারণ হতে পারে বাস্তব জীবনে তাদের কোনো সহমর্মী বন্ধু নেই। যে দম্পতি একে অপরের সঙ্গের মাঝেই আনন্দ খুঁজে পান তাদের অন্য মানুষের প্রসংশা কুড়ানোর প্রয়োজন হয় না।

জীবনকে উপভোগ করা

নিজেদের সংসার নিয়ে তৃপ্ত একটি দম্পতি কোথাও বেড়াতে গেলে সেই ভ্রমণের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুব কমই দেখা যায়। বেড়ানো মাঝে তারা ছবি দেন না বললেই চলে। বরং ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে কিংবা কয়েক মাস পরে হাতে গোনা কিছু ছবি হয়ত দেখা যেতে পারে। অনেকেই ছবিই তোলেন না আর তুললেও খুব কম। এর কারণ হল তারা দুজনার সঙ্গ আর যেখানে বেড়াতে গেছেন সেখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করতেই বেশি মনযোগ দেন। সেটা মানুষকেও দেখানোর প্রয়োজন তারা অনুভব করেন না। তাদের সম্পর্কে নিরাপত্তাহীনতা নেই

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জীবন যেন জীবনটা কে কতটা উপভোগ করছে তার প্রতিযোগিতা। গতকালকের থেকে আজ আরও বেশি ভালো আছি, উন্নতি করছি সেটা যেন মানুষকে বোঝাতেই হবে। আর এভাবেই তারা নিজেদের জীবনে চরম নিরাপত্তাহীনতা মুখোমুখি হন প্রতিনিয়ত। অন্যের জীবনের উন্নতি দেখে আমরা খুশি না হয়ে বরং আমার কেনো হলো না সেই হতাশায় আরও নিমজ্জিত হই। ফলে নিজের জীবনের অর্জনগুলো মূল্যহীন হয়ে ওঠে, নিজের যা আছে তা তুচ্ছ মনে হয়, আরও ভালো কিছুর আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। আর যারা নিজেদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট তারা সেই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন না।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি নির্ভরশীলতা নেই

একটি সুখী দম্পতির সুখের চাবিকাঠি হল পরস্পরের প্রতি সততা। তারা নিজের ওপর নির্ভরশীল, নিজেদের সুখ নিজেরাই তৈরি করেন। অন্যের মূল্যায়নের তারা ধার ধারেন না, লোকের কথায় কান দেন না। আর একারণেই তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা নিজেদের জীবনকে তুলে ধরেন না।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সুষম খাবার কি? যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে। আমিষ বা প্রোটিন— প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়। শর্করা বা শ্বেতসার — শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি। স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য— ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চবি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ— ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

তৈলাক্ত ত্বক আরও তেলতেলে হওয়ার কারণ

ই গরমে তৈলাক্ত ত্বক আরও চিটচিটে হয়ে যেতে পারে নানান কারণে।

'সিবাম' হল মেদ থেকে ক্ষরিত তৈলাক্ত রস যা ত্বককে আর্দ ও সজীব রাখতে সাহায্য করে। তবে অতিরিক্ত সিবামের ফলে ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। ফলে লোমকূপ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বা ব্রণ হওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ত্বক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানানো হল।

কম পানি পান: শরীর পানির অভাবে শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং সিবাম নিঃসরণ বেড়ে যায়। তাই ত্বকের তেলতেলেভাব কমাতে বেশি করে পানি পান করুন।

ভুল এসেনশল তেল ব্যবহার: বাজারে ত্বকের জন্য নানান রকম এসেনশল তেল পাওয়া যায়। তৈলাক্ত ত্বকে ভুল এসেনশল তেল ব্যবহারে আরও বেশি তৈলাক্ত হয়ে যায়। যাদের ত্বক তৈলাক্ত তাদের কোনোভাবেই নারিকেলের তেল ব্যবহার করা উচিত নয়।

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করা বা ভুল ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা: অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, এটা ভুল ধারণা। সব ধরনের ত্বকের জন্য ময়েশাচারাইজার প্রয়োজন। তবে অবশ্যই তা হতে হবে ত্বকের ধরণ অনুযায়ী। ভুল ধরনের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে ত্বক আরও বেশি তৈলাক্ত হয়ে যায়।

কমেডোজেনিক প্রসাধনী ব্যবহার: দৈনন্দিন জীবনে মেইকআপ ত্বক পরিচর্যার মতো একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মেইকআপ সামগ্রী নির্বাচন করতে হবে বুঝে শুনে। বিশেষত তৈলাক্ত ত্বকের জন্য। কমেডোজেনিক প্রসাধনী লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলে এবং ত্বক আরও বেশি তৈলাক্ত হয়ে যায়। নন-কমেডোজেনিক প্রসাধনী লোমকূপ আবদ্ধ করে দেয় না ও ব্রেক আউটের সম্ভাবনা কমায়। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও হরমনের তারতম্য: অতিরিক্ত তেল সমৃদ্ধ ও প্রক্রিয়াজাত খাবার ত্বকে তেলের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়। তাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যান হরমনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। ফলে ত্বকে বাড়তি সিবাম নিঃসরণ হয়।

ওজন বাড়াতে 'বানানা শেইক'

কিছু মানুষ আছেন যারা প্রচুর খায়। তবে রোগাই থেকে যায। এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত উপদেশ পেয়েছেন কলার স্মুদি বা 'বানানা শেইক' পান করার।

ক্যালরি ও ভোজ্য আঁশ দুটোই বেশি থাকার কারণে ওজন বাড়ানোর জন্য কলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অপরদিকে ওজন কমানোর চেষ্টায় যারা আছেন তাদেরকেও ব্যায়ামের পর আদর্শ খাবার হিসেবে এই ফল খেতে বলা হয়। এই দুই ধরনের মতবাদের যে দ্বন্দ্ব সেটা দূর করার চেষ্টা করা হলো খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে। কলার পুষ্টিমান: কলা ওজন বাড়ায় বলে মনে

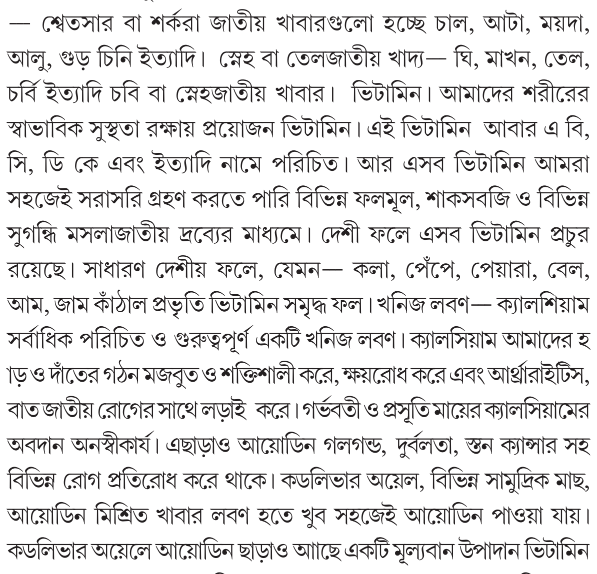

করা হলেও আসলে তা নয়। সস্তা আর পুষ্টিগুণে ভরা এই ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ, পটাশিয়াম। অপরদিকে চর্বির মান খুবই কম।

যে কারণে ব্যায়ামের পর শরীরের কার্বোহাইড্রেইট'য়ের ক্ষুধা মেটাতে কলা অত্যন্ত কার্যকর। তবে কলার ওজন বাড়ানোর বদনাম গড়ে ওঠার পেছনে সম্ভবত এর উচ্চমাত্রার কার্বোহাইড্রেইট, ক্যালরি ও নিম্ন মাত্রার প্রোটিন দায়ী।

মাঝারি আকারের একটি কলায় থাকে ১০৫ ক্যালরি আর ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেইট। কলায় আরও আছে ভিটামিন বি সিক্স, ভিটামিন সি, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট'। তাই এর বদনাম শুনে একে খাদ্যাভ্যাস থেকে বাদ দিয়ে হারাবেন বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান। ওজন বাড়াতে কলার ভূমিকা যেকোনো একটি খাবার ওজন কমানো কিংবা বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস আর শরীরচর্চা দুটোই সমানতালে জরুরি, তা ওজন কমানো এবং বাড়ানো দুই ক্ষেত্রেই। তবে যাদের ওজন স্বাস্থ্যকর মাত্রার নিচে তারা খাদ্যাভ্যাসে কলা যোগ করলে ওজন বাড়াতে তা অবশ্যই সহায়ক হবে। কলার উচ্চ ক্যালরি তখনই ওজন বাড়াতে কাজে আসবে যখন তা সঠিক নিয়মে খাওয়া হবে। ওজনগ্রহণের জন্য এক গ্লাস ননীযুক্ত দুধ আর দুইটি কলা একসঙ্গে 'ব্লেন্ড' করে নিতে হবে। এবার তা গ্লাসে ঢেলে যোগ করতে হবে মধু ও বাদাম। গরুর দুধের পরিবর্তে 'আমন্ড মিল্ক' বা কাঠবাদামের দুধ ব্যবহার করতে পারেন, তাতে ক্যালরির মাত্রা আরও বেশি। আর পেশি বাড়াতেও 'আমন্ড মিল্ক' অপেক্ষাকৃত বেশি উপকারী। এই একই 'শেইক' ব্যায়ামের পর পরিমাণ মতো পান করলে দ্রুত পেশি গঠন করাও সম্ভব।

আলোচনায় সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের বইয়ের উর্দু সংস্করণ

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত রচিত ''ভবিষ্য কা ভারত'' বইয়ের উর্দু অনুবাদ, ''মুস্তকবিল কা ভারত'' উর্দু-ভাষী মানুষের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আগামী ৫ এপ্রিল দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে বইটি প্রকাশ করা হবে। তবে বইয়ের কিছু অংশ মিডিয়ায় আসার কারণে এটি নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে।

এই বইটির উর্দু অনুবাদ করেছেন জাতীয় উর্দু ভাষা উন্নয়ন কাউন্সিলের (এনসিপিইউএল) পরিচালক ডঃ শেখ আকিল আহমেদ এবং বইটি ছাপার কাজ এনসিপিইউএল-এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এই বইটি ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত তিন দিনের এক সম্মেলনে দেওয়া ডাঃ ভাগবতের ভাষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। এই বইয়ের মাধ্যমে ডঃ ভাগবত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কার্যকারিতা, নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদ তথ্য দিয়েছেন। একই সঙ্গে, দেশের বিভিন্ন বিভাগে আরএসএস সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়া সমস্ত ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেছেন। এই বইটি ভারতীয় মুসলমানদের আরএসএসের আরও কাছে আনতে এবং আরএসএস-কে বুঝতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস ।

বইটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে যে আরএসএস একটি জাতীয়তাভিত্তিক সংস্থা। বইটির উর্দু অনুবাদ প্রকাশের সাথে সাথেই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষত মুসলমানরা দ্বারা বিরোধিতা করা হবে, তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই বইটি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের এই বইটি পড়ার এবং বোঝার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আরএসএসকে কাছ থেকে বোঝা এবং এর উদ্দেশ্য ও নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাওয়া মাওলানা আবদুল হামেদ নোমানী বলেছেন যে, ডঃ ভাগবতের এই বইটি অবশ্যই মুসলমানদের পড়া উচিত। তিনি বলেন, এই বইটি আরএসএসকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে মানুষকে সহায়তা করবে। নোমানীতাঁর সাপ্তাহিক কলামে এই বইয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই বইটি আরএসএস-এর নীতি, এর কার্যকারিতা এবং সমাজের মধ্যে সংহতি তৈরি করার জন্যই রচিত হয়েছে, সুতরাং এর বিরোধিতা করার কোন সুযোগ নেই।

এই বইটির উর্দু অনুবাদকতথা জাতীয় উর্দু ভাষা উন্নয়ন কাউন্সিলের পরিচালক ডঃ শেখ আকিল আহমেদ বলেছেন যে, তিনি নিজেই ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত তিন দিনের ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এতে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ ভাগবত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন যে আরএসএস একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন এবং এর লক্ষ্য একটি শক্তিশালী জাতি গঠন করা। তিনি বলেছেন যে, এই সম্মেলনে ডঃ ভাগবত আরএসএস সম্পর্কিত সমস্ত উদ্বেগের সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন এবং দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে আরএসএসের নীতিগুলি কোনওভাবেই দেশের অন্যান্য বিভাগ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকারক নয়। তবে এই সংগঠন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে জাতি গঠনে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে।

ডাঃ আকিল আরও বলেছেন যে এই বইটি প্রকাশেরপর সারা বিশ্বের উর্দুভাষী লোকেরা জানতে পারবেন যে আরএসএসকে তাঁরা ঘৃণা করেন তা তাঁদের পক্ষে পক্ষে কতটা উপকারী। তিনি বলেন যে, কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং স্বার্থপর লোক সংখ্যালঘু এবং মুসলমানদের মধ্যে আরএসএসকে কুখ্যাত করার চেষ্টা করেছে, যা এই বইটি কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করবে। তিনি এও বলেন, বিপুল পরিমাণ বই সরবরাহের জন্য এনসিপিইউএল সারা দেশ থেকে আদেশ পাচ্ছে। আমি আশা করি যে মুদ্রিত প্রতিটি বই হাতে হাতেই বিক্রি হয়ে যাবে এবং এটি একটি রেকর্ড স্থাপন করবে।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১,৭৩৬ জন

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): শুক্রবারের তুলনায় সামান্য বাড়ল পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক করোনা সংক্রমণ। বাড়ল মৃত্যুও। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১ ,৭৩৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর ।

কলকাতায় চোখ রাঙাচ্ছে সংক্রমণ। এদিনও সর্বাধিক আক্রান্তের হদিশ মিলেছে এ শহরে। কলকাতায় একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫২৮ জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা।

সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯২ জন। শতাধিক আক্রান্তের হদিশ মিলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে। তবে নতুন করে করোনা আক্রান্তের হদিশ মেলেনি কালিম্পংয়ে। সবমিলিয়ে এদিন ১,৭৩৬ জন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৫৮ জন।

আমজনতার বেহিসেবি জীবনযাপনের জেরে ফের ঊর্ধ্বমুখী কোভিডগ্রাফ। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় ৫ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা কলকাতা (২), উত্তর ২৪ পরগনা (২) ও হুগলি (১)-র বাসিন্দা।

সংক্রমণের শুরু থেকেই বাংলার করোনাজয়ীর হার ছিল ঊর্ধ্বমুখী। এদিনও করোনা সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫৭৯ জন। ফলে রাজ্যে মোট কোভিডজয়ীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৭৪ জন। সুস্থতার হার ৯৬.৭৬ শতাং। তবে গত কয়েকদিন ধরেই দৈনিক আক্রান্তের চেয়ে কম ছিল কোভিডজয়ীর সংখ্যা। ফলে বাংলার অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৮৪৪ জন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে একধাক্কায় চিকিৎসাধীন কোভিড রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১ হাজার ১২ জন। তবে সংক্রমণে লাগাম পরাতে রাজ্যে চলছে কোভিড পরীক্ষা। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৬ হাজার ১১৪ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাংলায় ৯২ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৬৫ জনের কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছেন স্ট্যালিন : অমিত শাহ

তিরুনেলভেলি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির জনসভা থেকে ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিনকে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহের কথায়, 'তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছেন স্ট্যালিন।' এদিন তিরুনেলভেলির জনসভা থেকে সমগ্র তামিলনাড়ুর জনগণের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেছেন, 'তামিলনাড়ুর ভবিষ্যতের জন্য এবারের ভোট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনই ঠিক করবে পরিবারবাদ নাকি এম জি রামচন্দ্রণের পথে এগোবে তামিলনাড়ু। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামীর মায়ের প্রতি অশালীন মন্তব্য করা হয়েছিল। ডিএমকে-র লজ্জিত হওয়া উচিত।' স্ট্যালিনকে খোঁচা দিয়ে শাহ বলেছেন, 'আমি যখনই উদয়নিধিকে নিয়ে কথা বলি, স্ট্যালিন রেগে যান এবং তাঁর রক্তচাপ বেড়ে যায়। পরে রেগে গিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেন। সুষমা স্বরাজ, অরুণ জেটলিজিকে নিয়েও মন্তব্য করা হয়েছে, যাঁরা আজ এই পৃথিবীতেই নেই।' অমিত শাহের কথায়, 'খুব সম্প্রতি প্রয়াত সুষমা স্বরাজজি এবং অরুণ জেটলিজি সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করেছিলেন স্ট্যালিন। তিনি তামিলনাড়ুর সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছেন। যাঁরা আর নেই তাঁদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য মেনে নেয় না তামিলনাড়ু।' অমিত শাহ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী তামিলনাড়ুর কৃষক, বেকার যুবক এবং মৎস্যজীবীদের নিয়ে চিন্তা করছেন। স্ট্যালিন ভাবছেন কীভাবে নিজের ছেলে উদয়নিধিকে মুখ্যমন্ত্রী বানানো যায়। তামিলনাড়ুর জনগণকেই ঠিক করতে হবে, যাঁরা রাজ্যের কথা ভাবেন তাঁদের পাশে থাকবেন না-কি যাঁরা নিজের ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চাইছেন তাঁদের পাশে থাকবেন।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, বিজেপি এবং এআইএডিএমকে দলিত কথা বোঝেন, দলিতরা প্রয়োজন আমরা বুঝি। বিজেপিই একজন দলিতের সন্তানকে দেশের রাষ্ট্রপতি করেছে, দলের রাজ্য সভাপতিও একজন দলিত।'

করোনা আক্রান্ত সংগীত শিল্পী আদিত্য নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী

মুম্বাই, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হলেন সংগীত শিল্পী আদিত্য নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী শ্বেতা আগারওয়াল। সম্প্রতি শনিবার নিজেরা কোভিড আক্রান্ত হওয়ার খবর জানালেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

তিনি জানিয়েছেন, ''দূর্ভাগ্যবশত আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনই করোনায় আক্রান্ত, আমরা আপাতত কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। আমাদের জন্য সকলে প্রার্থনা করবেন।" আদিত্য নারায়ণের এই খবর প্রকাশ্যে আসা মাত্রই তাঁর অনুগামী ও ভক্তের দল তাঁর উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান। সংগীত শিল্পী নেহা কক্কর ও রাহুল সুধীর তাঁদের দ্রুত সুস্থতার কথা জানিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা জানান। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সাংবাদিককে প্রাণে মারার হুমকি ! মন্ত্রী পিযূষ হাজারিকার তীব্র নিন্দা প্রেস ক্লাব ও জার্নালিষ্ট ইউনিয়নের

হাফলং (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী পিযূষ হাজারিকা রাজ্যের দুই সাংবাদিককে যে প্রাণে মারার হুমকি প্রদান করেছেন এনিয়ে তীব্র নিন্দা জানায় হাফলং প্রেস ক্লাব ও ডিমা হাসাও জার্নালিষ্ট ইউনিয়ন। শনিবার হাফলঙে বিজেপি নেতা তথা মন্ত্রী পিযূষ হাজারিকার এমন কান্ডে প্রতিবাদ মূখর হয়ে ওঠেন পাহাড়ি জেলার কর্মরত সাংবাদিকরা।

আজ হাফলং প্রেস ক্লাবের সভাপতি সূর্য থাওসেন বলেন, কিছু রাজনৈতিক নেতার জন্য গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হুমকির মুখে। রাজ্যে এখন অরাজকতা চলছে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেই এখন প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়, না হলে মামলা দায়ের করা হয়। সত্য সংবাদ পরিবেশন করলে সাংবাদিকদের প্রাণে মারার হুমকি প্রদান করা হয়, যা মোটেই সুস্থ গণতন্ত্র নয়। তাই তিনি রাজ্যের সকল কর্মরত সাংবাদিকদের সুরক্ষা প্রদান করতে রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তাছাড়া এভাবে সাংবাদিককে প্রানে মারার হুমকি দেওয়া মন্ত্রী পিযূষ হাজারিকার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ও দাবি জানিয়েছেন সরকারের কাছে। অন্যদিকে, ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র সমরজিৎ হাফলংবার পিযূষ হাজারিকা এহেন কান্ডের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে বলেন, রাজ্যের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী যদি এভাবে ফোন করে কোনও সাংবাদিককে প্রাণে মারার হুমকি দেয় তাহলে সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন বলে মন্তব্য করে সমরজিৎ হাফলংবার। পিযূষ হাজারিকার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

করোনা মুক্ত হয়ে অনুশীলনে ফিরলেন নীতিশ রানা

মুম্বই, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা মুক্ত হয়ে অনুশীলনে ফিরলেন কেকতার-এর ক্রিকেটার নীতিশ রানা। কেকেআরের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে রানার প্র্যাকটিসে ফেরার কথা জানানো হয় অনুরাগীদের। টুটারে একটি ইউটিউব ভিডিও পোস্ট করে নাইট রাইডার্স লেখে, 'পরপর দু'টি করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসার পর গত সন্ধ্যায় নীতিশ রানা সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।"

ইউটিউব ভিডিওয় রানা বলেন, 'মুম্বই আসার জন্য সবার করোনা টেস্ট করা বাধ্যতামূলক ছিল। আমিও করিয়েছিলাম। আমার রিপোর্ট নেগেটিভ ছিল। তার পর আমি মুম্বই উড়ে আসি এবং টিম হোটেলে ঢুকে পড়ি। যেদিন আমি মুম্বই আসি, সেদিন সন্ধ্যায় ওয়ার্কআউটও শেষ করি। কোয়ারান্টাইনে আমার প্রথম দিনেই করোনা টেস্ট করা হয়। আমার কোনও উপসর্গ ছিল না। এমনটা নয় যে তিনদিন আগে থেকে শরীর খারাপ ছিল।'

রানা আরও বলেন, 'ভাবিনি এখানে টেস্ট করার পর পজিটিভ চিহ্নিত হব। আমি সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। তার পরেও আমি করোনা আক্রান্ত হই। এই অবস্থায় বিসিসিআইয়ের করোনা প্রোটোকল মেনে চলতে হতো আমাকে। ১১ দিনের মাথায় আমার পুনরায় টেস্ট করা হয়। রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। ১২তম দিনে আমার ফের করোনা টেস্ট করা হয়। তাতেও রিপোর্ট নেগেটিভ।'

শেষে নীতিশের বার্তা, ''হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে ভালো লাগছে। প্র্যাকটিসে আমার প্রথম দিন ছিল। ব্যাটিংও করি। সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে। আপনাদের সকলকে বলছি, দয়া করে সতর্ক থাকুন। করোনা ভাইরাসকে হালকাভাবে নেবেন না। কারণ আপনিও জানেন না যে, আগামী দিনে কী ঘটতে চলেছে। একারণেই নিজের খেয়াল রাখুন। পরিবারের প্রতিও নজর দিন।"-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

১০ বেড়ে দিল্লিতে মোট মৃত্যু ১১, ০৬০, করোনা-সংক্রমিত ৩,৫৬৭ জন

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। একইসঙ্গে দিল্লিতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ১০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩,৫৬৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। দিল্লিতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১২, ৬৪৭ জন। দিল্লিতে মোট মৃত্যু হয়েছে ১১ হাজার ০৬০ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৭৪ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,৯০৪ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১২ হাজার ৬৪৭ জন। পজিটিভিটি রেট ৪.৪৮ শতাংশ।

ক্রেতারা হকার্স মার্কেটে ভিড় করেছে বছর শেষের কেনাকাটায়। ছবি ঃ নিজস্ব

বিজেপির অভিযোগ খারিজ করল নির্বাচন কমিশন, নন্দীগ্রামে পুনর্নির্বাচন নয়

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির আনা নন্দীগ্রামে ভোটে কারচুপির অভিযোগ খারিজ করল নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, নন্দীগ্রামে কোনও বুথেই ভোট বন্ধ হয়নি। সেক্ষেত্রে নন্দীগ্রামে পুনর্নির্বাচন হবে না।শুধু নন্দীগ্রাম নয় রাজ্যের প্রথম দুই দফার ৬০টি আসনের কোনও কেন্দ্রেই পুনর্নির্বাচন হবে না বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে এবার দাবি করা হল, নির্বাচন চলাকালীন নন্দীগ্রামের বয়ালের ৭ নম্বর বুথের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করে ধর্ণায় বসায় ২ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। আর নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট দেখিয়ে দিয়ে বলে দিয়েছে, নন্দীগ্রামে এবার সামান্য হলেও ভোট বেড়েছে। ২০১৬ সালে যেখানে ৮৭.১৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল নন্দীগ্রামে, সেখানে এবার ভোট পড়েছে ৮৮.০১ শতাংশ। তাই বিজেপির ভোটের হার কম পড়ার তত্ত্ব কারিজ করে দিল নির্বাচন কমিশন।

আবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ অফিসে চিঠি দিয়ে বিবেক দুবে জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামের বয়ালে ভোটদান ব্যাহত হয়নি। তাদের দাবি, এই নন্দীগ্রামে কোনও বুথেই ভোট বন্ধ হয়নি। কারচুপির যে অভিযোগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তুলেছে, তাও মানতে নারাজ রাজ্যের দুই বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক ও বিবেক দুবে। নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো তাঁদের রিপোর্টেও তাই উল্লেখ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বরং, নন্দীগ্রামে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শুধু তাই নয়, স্ক্রুটিনির পর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নন্দীগ্রাম-সহ দ্বিতীয় দফার কোনও আসনেই পুনর্নির্বাচন হবে না। প্রথম দফার ৩০ আসনেও পুনর্নির্বাচন হবে না।

উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামের ভোটে সকাল থেকে শুভেন্দু অধিকারী বুথে বুথে ঘুরলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর থেকেই গোটা বিষয়টিতে নজর রাখছিলেন। নানা জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত অভিযোগ আসলেও, সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আসে বয়াল থেকে। বারংবার অভিযোগ জানানো হয় ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি। শেষমেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ রেয়াপাড়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান বয়াল সাত নম্বর বুথে। সেখানেই দু'ঘণ্টা ওই বুথেই থাকেন তিনি। যা নিয়ে সরব হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

শুধু নন্দীগ্রামই নয়, নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, তীব্র গরম উপেক্ষা করেও রাজ্যের দ্বিতীয় দফায় ভোট পড়েছে যথেষ্ট। ৩০ আসনে গড় ভোটের হার ৮৬.১১ শতাংশ। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর সদরে- ৭২.৬৮ শতাংশ। কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮৬.১১ শতাংশ, পূর্ব মেদিনীপুরে ৮৭.৪২ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৮৩.৮৪ শতাংশ এবং বাঁকুড়ায় ৮৬.৯৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।

অসংরক্ষিত মেইল এবং এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিল রেল

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা আবহে রেলযাত্রীদের সুবিধার জন্য সুখবর নিয়ে এল রেলমন্ত্রক। দেশে করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে রেলযাত্রীদের সুবিধার জন্য এবার থেকে অসংরক্ষিত ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিল রেল। এর ফলে দিল্লি-এনসিআর-র পাশাপাশি সাহারানপুর, অমৃতসর, ফিরোজপুর সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা হল আগামী ৫ এপ্রিল থেকে এই অসংরক্ষিত ট্রেন চালু হবে। উত্তর রেল সূত্রে জানা গেছে, এই মুহূর্তে ৭১ টি অসংরক্ষিত মেইল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচি তৈরি হয়ে গিয়েছে।

বাংলা ওদের খালি করলেই দেশ ওদের খালি করে দেবে , জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কুলপি, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : "এর মতো নচ্ছার, দানব পার্টি আর নেই। বাংলা ওদের খালি করলেই দেশ ওদের খালি করে দেবে।''শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলপির জনসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, মাঝে মাঝে ঘৃণা হয়, কোন বাংলায় আছি। লজ্জা করে না ৫০০ টাকা নিয়ে বিজেপির মিটিং শুনতে যাব? ওদের হাত রক্তে রাঙা। চোখ দিয়ে রক্ত বেরোয়। বাংলার মানুষ মাথা নত করে না। আমার পা টা ড্যামেজ করে দিয়েছে। দু-দিন পর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাবেন না। নোটবন্দির মতো ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে সুন্দরবনের দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। যাঁরা স্বাস্থ্যসাথী পাননি, তাঁদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব। আমপানে কেউ ছিল না। আমি রাত জেগে পাহারা দিয়েছি। যাঁরা সাহায্য পাননি আমি দেব কথা দিচ্ছি সংখ্যালঘু ভাই-বোনেদের বলব হায়দরাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসেছে। আর ফুরফুরা শরিফের এক চ্যাঙড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে। আর হিন্দু মসলমানে ভাগাভাগির চেষ্টা করছে। আর মুসলমানের ভোটটাকেও ভাগাভাগির চেষ্টা করছে। নন্দীগ্রামের গ্রামগুলোতে গিয়ে বিজেপি হুমকি দিয়েছে। মেয়ে-বাচ্চা তুলে নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছে।

তৃণমূলনেত্রী বলেন, বিজেপি পুলিশের ড্রেস পরিয়ে ফেক পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের লোককে ভয় দেখাচ্ছে। ওদের কথা শুনবেন না। ভোটের পর ওরা পালাবে। আমরা বাংলার লোক, আমরাই থাকব। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ১০ বছরে যা করেছে কোনও সরকার কোনওদিন তা করতে পারেনি, করবে না। সংখ্যালঘু এলাকায় কেউ অত্যাচার করতে এলে সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন। দেখবেন সব চুপ করে গেছে। কোনও হিন্দু-মুসলমান অশান্তি করবে না, আমরা একসঙ্গে থাকি। এক সঙ্গে দুর্গাপুজো করি, একসঙ্গে কালীপুজো করি। একসঙ্গে ইফতার করি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওদের বলবেন আগে গ্যাস ফ্রি দাও তারপর। ক্যাশ দিলে অ্যাশ করে নিন। যা হয়ে যাক তৃণমূলে ভোট দিন। বিজেপিকে আর চাই না। নন্দীগ্রামে আমার ভোট খুব ভালো হয়েছে। ওর যা করেছিল। মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তৃণমূল প্রার্থী কৌশানীর মন্তব্য নিয়ে মুকুল রায়ের ভিডিও পোস্ট, দ্রুত বাড়ছে নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : 'সবার ঘরে মা-বোন আছে, ভোট টা ভেবে দিবি' - অভিনেত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী কৌশানী মুখার্জীর 'হুমকি'-র অভিযোগকে ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। তৃণমূলের টিকিটে কৃষ্ণনগর উত্তরের প্রার্থী টলি-নায়িকা কোশানী মুখোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির হেভি ওয়েট প্রতিপক্ষ মুকুল রায়।

ফেসবুকে ভিডিও আপলোড করে শুক্রবার রাত সাড়ে দশটায় মুকুল রায় লিখেছেন, "একজন মহিলা হয়ে বাংলার মা-বোনেদের উপর এই ধরণের হুমকি! পিসির দলের এটাই সংস্কৃতি।পিসির রাজত্বে বাংলার মা-বোনেরা অসুরক্ষিত!" ১৪ ঘন্টায় এই পোস্ট দেখেছেন ১ লক্ষ ১০ হাজার নেটিজেন। লাইক এসেছে ২ হাজার ৭০০, ৮৭৭টি মন্তব্য, শেয়ার হয়েছে ১ হাজার ৮০০টি। পার্থ বাগচি লিখেছেন, "রাজনীতির র বোঝে না তার আবার ভিডিও দেখতে হবে!!! কৃষ্ণনগরের খুব দুর্ভাগ্য যে এই ধরনের প্রার্থী আমরা উপহার পাই।" অনুরাগ দে লিখেছেন, "আর একটা তাপস পাল।" সুমনা রায় বর্মণ লিখেছেন, "একই ঝড়ের বাঁশ, দেখেই চেনা যায়।"

পৌষালি ঘোষ লিখেছেন, "স্বর্গীয় তাপস পালের মহিলা ভার্সন। বাংলা এই মেয়েকে নিশ্চয়ই চায় না।" উত্তরে জয় শ্রীরাম নামের একজন লিখেছেন, "জয় শ্রীরাম বলুন সমস্ত ভূত পেত্নী তাড়িয়ে ফেলুন।" অমিতাভ দে লিখেছেন, "তাপস পালের আত্মা ভর করেছে এটার মধ্যে।" জয়দেব কুমার শীল লিখেছেন, "এই সকল অজ্ঞ, চাষা, মূর্খ মহিলার বিষয়ে আলোচনা বা মন্তব্য করা অর্থহীন। সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাংবাদিক তাঁকে সম্মানীয় মুকুল রায় বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি মাননীয় মুকুল রায়ের নাম নিয়ে কড়া কথা বলেছিলেন, সেইদিনই বুঝে নিয়েছিলাম মেয়েটি কোন পরিবারের মেয়ে, কেমন তাঁর কোয়ালিটি। পলিটিক্স কাকে বলে? একজন আদর্শ নেতার কী কী গুণাবলি থাকার দরকার? আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য কি? আমি দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি, এইগুলোর কোন শিক্ষাই এই মহিলার মধ্যে নেই। আমি অবাক হয়ে যাই যে, এই সকল অপরিপক্ক মেয়েরা কিভাবে এই রকম নির্বাচনের জন্য নমিনেশন পায়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা ছেড়েই দিলাম। ইতিহাসের ছাত্র ব্যাংকার, এই আর কি।" কৌশানির মন্তব্য সমর্থন করে অনু রায় লিখেছেন, "ঠিক বলেছে, তা না হলে বিজেপি ক্ষমতায় এলে উত্তর প্রদেশের হাতরস বানাতে বেশি টাইম লাগবে না।" এর বেশ কিছু প্রতিবাদ এসেছে। রামকৃষ্ণ বর্মণ লিখেছেন, "তোমাদের বাজে কথা।" কমল মান্না লিখেছেন, "কামদুনি,পার্ক স্ট্রিটের ঘটনা বলতে লজ্জা লাগছে?" সুব্রত ধীবর লিখেছেন, "হাতরস নিয়ে থাকো। পশ্চিমবঙ্গে যে কত রস হয়ে গেল। যেখানে বৃদ্ধা মাও ছাড় পায় না।" বিভাস চক্রবর্তী (অপু)লিখেছেন, "হলদিয়ার ঘটনা মনে আছে মা মেয়েকে ধর্ষণ করে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে আলিপুরদুয়ারে আদিবাসী মেয়েদের ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়েছে কামদুনি ঘটনা পাক স্টিট সবটাই ছোট্ট ঘটনা আগে নিজের ঘর সামলান তারপর অন্যর ঘরেও উকি দেবেন একের পর এক রোজ বাংলা ধর্ষিত হচ্ছে মা-বোনেরা সেই দিকে একটু নজর না দিয়ে হাথ্রাস এর ঘটনা নিয়ে লাফালাফি না করাই ভালো।" সোমাশ্রী সরকার লিখেছেন, "উত্তরপ্রদেশ কেনো নিজের পশ্চিমবঙ্গে দেখুন হাওয়াই চটিবুড়ি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলো যেবার সে ২০১১-র ডিসেম্বর মাসে পার্ক স্ট্রিটের ঘটনা। তারপর তো আরো কামদুনি মধ্যমগ্রাম।" সত্যজিৎ দে লিখেছেন,"কামদুনি, মালদা, দীঘা এইসব ধর্ষনের দোষীরা কি শাস্তি পেয়েছে? তোরা তো হাতরাসেই পরে আছিস একটু নিজের ঘরের মেয়েদের সুবিচারের জন্যও আওয়াজ তোল ছিঃ এম ছিঃ পার্টির বিরুদ্ধে।" সুরজিৎ বেরা লিখেছেন, "কামদুনির কথা বলেন!" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শনিবার এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশালগড় মন্ডলের অন্তর্গত চেলিখলায় জনজাতি ভাইবোনদের সঙ্গে বিশালগড় মন্ডল মহিলা মোর্চার ঘর ঘর জনসম্পর্ক ও কমল সন্দেস যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

শান্তিনিকেতন নিয়ে তারকেশ্বরের জনসভায় সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তারকেশ্বর, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : ''শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। পৌষ মেলা বন্ধ করে দিয়েছে।'' শনিবার তারকেশ্বরের জনসভায় শান্তিনিকেতন আর পৌষ মেলা নিয়ে এভাবেই ফের আক্রমণ হানলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত বছর ১৭ আগস্ট বিশ্বভারতীতে পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল তোলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গন্ডগোল, ভাঙচুর চালানো হয় গোটা এলাকায়। তার জেরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্বভারতী বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রককে। ওই দিন সকালে মেলার মাঠ ঘেরার প্রতিবাদে এলাকার হাজারখানেক মানুষ ভাঙচুর চালান বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী অফিসে। ভাঙা হয় বিশ্বভারতীর একটি গেটও। জেসিবি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় সদ্য শুরু হওয়া পাঁচিলের ভিতের অংশ। বিক্ষুব্ধ জনতা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সামনেই বন্ধ করে দেয় নির্মাণ কাজ। রাজ্যপাল টুইট করে বিশ্বভারতীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন বলেও জানিয়েছেন টুইটে। ঘটনার পর অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্বভারতী বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ।

ওই সময়ে প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী নবান্নতে বলেন, ''রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিশ্বভারতী গড়ে তুলেছিলেন প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদানের জন্য। আমি একটাই কথা বলব, বাংলার ঐতিহ্য যাতে নষ্ট না হয়, বিশ্বভারতীর গৌরব এবং ঐতিহ্য যাতে অটুট থাকে, তা আমাদের সকলের দেখা উচিত।'' শনিবার তিনি জনসভায় বলেন, শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। দেশ কী করে চলছে তার ঠিক নেই, বাংলা দখল করবে। আমি বলছি, আগে দিল্লি সামলা, তারপর দেখবি বাংলা। বাংলার শিক্ষাকে যদি রাখতে হয়, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে রাখতে হয়, তাহলে বিজেপি-কে ভোট দেবেন না। বাংলাকে হলে জোড়াফুলে সব ভোট দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''জোড়াফুল ওদের মতো পচা ফুল নয়। ওদের ফুলে আটটি পাপড়ি, আটটা দফায় নির্বাচন। ওরা বজ্জাতের দল। নজরুল, রবীন্দ্রনাথের বাংলাকে ওরা ভাগ করতে চাইছে। দেশভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ওরা কাউকে মানে না। ওরা স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের ধর্ম মানে না। আমরা দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো করি। ওদের বলুন, তোরা তো মা দুর্গাকেও গালাগালি দিস। তোদের লজ্জাও করে না। তোরা নারী বিরোধী। আমরা নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করি, ওদের বলুন মন্ত্র বলতে, একটাও পারবে না।'

রাজস্থানে বিক্ষোভের মুখে রাকেশ টিকাইত, কনভয়ে হামলায় আটক ৪ জন

আলওয়ার, ৩ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের মুখপাত্র তথা কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত। শনিবার আলওয়ার জেলার তাতারপুর চকে হামলা চালানো হয় রাকেশ টিকাইতের কনভয়ে। এই হামলার ঘটনায় মোট ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। কনভয়ে হামলা প্রসঙ্গে রাকেশ টিকাইত জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রই এই হামলার জন্য দায়ী, তাহলে আর কে হতে পারে? এটা তাঁদের যুব শাখা। তাঁরা বলছে, ''রাকেশ টিকাইত ফিরে যাও''। আমি কোথায় যাবো? তাঁরা পাথর ছুড়েছে, লাঠি ব্যবহার করেছে।' হামলাকারীদের তীব্র নিন্দা করে রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'তাঁরা আমাদের সঙ্গে কেন লড়াই করছেন, আমরা তো কৃষক। আমরা কোনও রাজনৈতিক দল না।' রাকেশ টিকাইত আরও বলেছেন, 'আমরা দু''দিনের জন্য গুজরাটে যাচ্ছিলাম। এটা খুবই স্পর্শকাতর অঞ্চল, আমাদের কৃষকদের সতর্ক থাকতে হবে। বহিরাগতদের এখানে অনুমতি নেই। রাজ্যের কৃষক, রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদ মাধ্যমকে মুক্ত করতে হবে আমাদের।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার, ৭ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ

মুম্বই, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা সভাপতি শরদ পওয়ার। শনিবার ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। চিকিতকরা শারদ পাওয়ারকে সাতদিন বাড়িতে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেছেন।আজ হাসপাতাল থেকে শারদ পাওয়ার তাঁর প্রতিভাতাঈ পাওয়ার, কন্যা সুপ্রিয়া সুলে এবং জামাতা সদানন্দ সুলেকে নিয়ে তাঁর মুম্বইয়ের বাসভবনে পৌঁছেছেন। পেটের ব্যথা হওয়ায় গত ৩০ মার্চ এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর হাসপাতালে শারদ পওয়ারের গল ব্লাড্ডার অপারেশন করা হয়। শনিবার শারদ পাওয়ারের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার পরে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছেন।সংখ্যালঘু বিভাগের মন্ত্রী নবাব মালিক জানিয়েছেন, শারদ পাওয়ারের স্বাস্থ্য ঠিক আছে। ১৫ দিন পরে, শারদ পওয়ারের আরও একটি অপারেশন করা হবে।

বিজাপুরে নকশাল-যৌথ বাহিনী সংঘর্ষ পাঁচ জওয়ান শহিদ, তিন নকশাল নিকেশ

বিজাপুর, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্রিশগড়ের নকশাল অধ্যুষিত বিজাপুর জেলার তররেম থানা এলাকায় শনিবার দুপুরে জেলা রিজার্ভ পুলিশ, সিআরপিএফ এবং এসটিএফ জওয়ানদের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন নকশালপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ জওয়ান শহিদ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে চারজন সিআরপিএফের জওয়ান এবং একজন জেলা রিজার্ভ পুলিশের জওয়ান রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দু''পক্ষের এই সংঘর্ষে এক মহিলা নকশালপন্থী সহ তিন নকশালপন্থীকে গুলিতে নিকেশ করা হয়েছে। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে এখনও দু''পক্ষের সংঘর্ষ চলছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিচয়পত্র দেখতে পারে না, তৃণমূলের অভিযোগে সাড়া দিল কমিশন

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখতে পারবেন না নিরাপত্তারক্ষীরা। নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী ভোটারদের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখতে পারেন শুধু ফার্স্ট পোলিং অফিসার। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে কড়াভাবে এই নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের নির্বাচনী নোডাল অফিসার একে সিং এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলা জগ মোহনকে এই নির্দেশ কার্যকর করার কথা জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে।

প্রথম দু''দফা ভোট চলাকালে বারংবার তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের প্রভাবিত করছে। কখনও বুথের ভিতর ঢুকে শংসাপত্র দেখতে চাওয়া, কখনও আবার গ্রামে ঢুকে ভোটারদের শাসানো, অভিযোগের অন্ত নেই। এই অবস্থাতেই নড়েচড়ে বসল কমিশন। শনিবার এডিজি আইন শৃঙ্খলা জগমোহন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার অশ্বিনী কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন কমিশনের সিইও। তাঁদের স্পষ্টই বলা হয়েছে বাহিনী শংসাপত্র দেখছে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।

নন্দীগ্রামের নির্বাচনের পরেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটারদের পরিচয় পত্র ভেরিফিকেশন করছেন- এই ছবি নিয়ে শুক্রবার কমিশনে অভিযোগ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নির্বাচনী বিধিতে এই ধরনের কাজ কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে উল্লেখ করা আছে। এরই পাশাপাশি অভিযোগ, বিশেষত নন্দীগ্রামের বেশ কিছু বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী অথবা রাজ্য পুলিশ বাহিনী ভেতরে ঢুকে প্রভাবিত করছে। তৃণমূল নেত্রী বারংবার এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও মুখ খুলেছে এই নিয়ে।

স্পষ্টতই নির্বাচনী বিধিতে বুথের ভেতর বাহিনী অথবা পুলিশ কারোরই ঢোকার এক্তিআর নেই। নিয়ম হল, পুলিশ বা বাহিনীকে বুথের ভেতর ঢুকতে গেলে প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি নিতে হবে। আর ভোটার কার্ড ভেরিফিকেশন এর দায়িত্ব ফার্স্ট পোলিং অফিসারের। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার সুদীপ জৈনকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি চিঠিও দেওয়া হয় কমিশনে।

এর পরেই এদিন সকালে এডিজি আইন শৃঙ্খলা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসার অশ্বিনী কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেন সিইও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের ধাক্কা দিল্লি শিবিরে, এবার করোনা আক্রান্ত অক্ষর প্যাটেল

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ফের বড়সড় ধাক্কা দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে। এবার করোনা আক্রান্ত হলেন দলের বাঁ-হাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল।

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ অভিযান শুরুর এক সপ্তাহও বাকি নেই দিল্লির। এই অবস্থায় করোনা আক্রান্ত হলেন দলের বাঁ-হাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেল, যাঁর ব্যাটের হাতটাও নেহাত মন্দ নয়।

দিল্লি শিবিরের পক্ষ থেকে অক্ষরের করোনা আক্রান্তের খবর নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে অক্ষর প্যাটেল করোনা পজিটিভ চিহ্নিত হয়েছেন। আইসোলেশনে রাখা হয়েছ ওঁকে। প্রোটোকল মেনে চলা হচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, চোটের জন্য আইপিএল শুরুর আগেই ছিটকে গিয়েছেন নিয়মিত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। ক্যাপ্টেন তথা দলের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানকে হারানোর আঘাতের মধ্যেই অক্ষরের করোনা আক্রান্ত হওয়ায় দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে বড়সড় ধাক্কা তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

তৃতীয় দফায় ৩১ আসনে থাকছে মোট ৬১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী মঙ্গলবার ৬ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় ৩১ টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে। ওই দিন নির্বাচন পর্ব শান্তিপূর্ণ রাখতে মোট ৬১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৩০ কোম্পানি, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ১১৩ কোম্পানি, সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ৬৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় ১৩৩ এবং কমিশনারেট এলাকায় ১১ সহ মোট ১৪৪ কোম্পানি।

মনুঘাট টাউনহল মাঠে কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

থানার এসআই অজিত দেববর্মা সহ পুলিশ উপস্থিত হয়ে ঘরের দরজা খুলে দেখতে পান রুসনার ঝুলন্ত মৃতদেহ। সাথে সাথে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঝুলন্ত মৃতদেহটি নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে মৃতদেহটি কদমতলা সামাজিক হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে পরিবার-পরিজনদের হাতে দেহটি সমঝে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ। পাশাপাশি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

গ্রামবাসীরা।খবর দেওয়া হয় উদয়পুরের অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা আসার আগেই আগুনে পুরে ছারখার হয়ে যায় বাড়ির তিনটি ঘর।মনোজ ত্রিপুরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান এটি নাশকতা মূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। তিন লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানানো তিনি।এ ব্যাপারে রাধাকিশোর পুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

উন্নত

● প্রথম পাতার পর

দুবার অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং বছর তিনেক আগে রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপি দেওয়া হয়েছে। আজ রেডিয়েশন অঙ্কোলজিষ্ট ডাঃ বিশ্বজিৎ দেববর্মা, রেডিওলজিষ্ট ডাঃ পৃথীরাজ সেনগুপ্ত, প্যাথোলজিষ্ট ডাঃ মিলি দাস এবং সার্জিক্যাল অঙ্কালজিস্ট ডাঃ প্রীতেশ রাজীব সিং কে নিয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তার এম আর আই রিপোর্ট ও জিহ্বার বায়োপসি রিপোর্ট দেখার পর আগামী দিনে তাকে কি চিকিৎসা করা হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবিভি রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিকেল সুপারিটেনডেন্ট ডাঃ গৌতম মজমদার এ সংবাদ জানিয়েছেন।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

করতে হবে। যেসব অফিসের প্রবেশদ্বারে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন রয়েছেন তারা যথাযথভাবে মাস্ক বা মুখাবরণ পরে অফিসকর্মী এবং দর্শনার্থীগণ যাতে অফিসে প্রবেশ করেন তা সুনিশ্চিত করবেন।

চিকিৎসাধীন

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া যায়নি।এই ঘটনার বিষয়ে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকে প্রশ্ন করা হলে, বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের দোহাই দিয়ে হাসপাতাল থেকে শিক্ষক বাবু কেটে পড়তে চাইছেন।এখন দেখার বিষয় এই ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ব্যবস্থা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় ফিরেছিলেন। এদিক, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে যেসব মানুষ ত্রিপুরায় আসবে বিভিন্ন চেকপোস্ট দিয়ে, তাদের প্রত্যেকের এন্টিজেন টেস্ট করা হবে। তবে, যদি করো কোন ধরনের লক্ষণ থাকে তাহলে তাদের আরটিপিসিআর টেস্ট করানো হবে।

সিপাহীজলা

● প্রথম পাতার পর

র্মীদের চলাফেরায়, সিপাহীজলা জেলার এস পি, সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসকের বৈধ আনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, এখনই চিকিৎসা প্রয়োজন এমন রোগীর ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবেনা। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরোপ

● প্রথম পাতার পর

একসঙ্গে দুজন থাকতে পারবেন। অবশিষ্টরা লাইনে এক মিটার দূরে দূরে দাঁড়াতে পারবেন। ক্রেতা, বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পড়তে হবে। ওই এলাকা প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে স্যানিটাইজ করতে হবে।

এই রেগুলেশন অনুযায়ী মাস্ক না পরা/ মুখ না ঢাকার জন্য প্রথমবার ২০০ টাকা এবং এরপর প্রতিবারের ক্ষেত্রে ৪০০ টাকা করে জরিমানা করা হবে। পাব্লিক এবং বেসরকারী যানবাহনে, বিভিন্ন দোকানে সামাজিক দূরত্ব যথাযথভাবে বজায় রাখা না হলে এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করলে ১০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এই সব বিধিনিষেধ অমান্য করলে আইপিসি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

দেখে স্থানীয় লোকজনরা। স্থানীয় লোকজনেরা খবর দেন সোনামুড়া থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।দুর্ঘটনাস্থল থেকে বাইক সহ ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের হাসপাতালে ছুটে আসেন।

পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি বাইক দুর্ঘটনা ,নাকি পরিকল্পিত খুন তা নিয়েও স্থানীয় জনমনে সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করেছে।

ফের জাতীয় সড়কের আঠারোটা পাহাড়ের যান দুর্ঘটনায় আহত শিশুসহ তিনজন। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন ১৮ মুরা পাহাড়ের ৩৭ মাইল এলাকায় শনিবার।সংবাদে জানা যায় যাত্রীবাহী বাস গাড়ি যাত্রী নিয়ে ধর্মনগর থেকে আগরতলা উদ্দেশ্যে আসছিল।গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের পাহাড়ের সাথে সংঘর্ষ হয় এই জান দুর্ঘটনাটি ঘটে।এতে আহত হয় শিশুসহ চার জন যাত্রী।খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের।দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে মুঙ্গিয়াকামি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে।আহত তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যার্থী পরিষদ এর নেত্রী পার্বতী ভট্টাচার্য জানান মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে তারা আশাবাদী। অবিলম্বে পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করে পুনরায় ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষা করে পরীক্ষা সূচি ঘোষণার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

ভোটের প্রচার

● প্রথম পাতার পর

তৃণমূল বাংলার মানুষের কাছে বিপদ।' মোদী বললেন, 'সিঙ্গুরবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন দিদি। এখানে নেই কোনও শিল্প। নেই কোনও কর্মসংস্থান। পুরো দেশের ১০ কোটির থেকে বেশি কৃষক পি এম সম্মান নিধি পাচ্ছেন। কিন্তু বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক দিদির নোংরা রাজনীতির জন্য এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।'বঙ্গে বিজেপিই জিতবে, এই আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে মোদী বলেছেন, '২ মে এখানে শুধুমাত্র ডাবল ইঞ্জিন সরকারই তৈরি হবে না, বরং দ্বিগুণ সুবিধা পাবেন বাংলার মানুষ।

াঙ্গন

করুনারত্নে-ওশাদার ব্যাটে শ্রীলঙ্কার ড্র

শেষ দিনের উইকেট ভীষণ মন্থর, কিন্তু টার্ন ততটা নেই। পেসারদের জন্য নেই সুইং-বাউন্স। ব্যাটসম্যানদের কাজ শুধু উইকেটে পড়ে থাকা। দিমুথ করুনারত্নে, ওশাদা ফার্নান্দো সেটিই করলেন দারুণভাবে। শেষ দিনের সম্ভাব্য রোমাঞ্চে কিছুটা জল ঢেলে দিল বৃষ্টিও। ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কার শেষের লড়াই তাই আর জমল না সেভাবে।অ্যান্টিগা টেস্টের শেষ দিনে উত্তেজনার রসদ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ নিষ্প্রাণ ড্র। প্রথম টেস্টও দেখেছিল একই ফল। দুই ম্যাচের সিরিজও তাই ড্র।শেষ দিনে শুক্রবার শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন ছিল ৩৪৮ রান। অনেকটা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের লড়াই ছিল ম্যাচ বাঁচানোর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১০ উইকেট নেওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। কিন্তু প্রাণহীন উইকেটে পেরে ওঠেননি ক্যারিবিয়ান বোলাররা। ফাস্ট বোলার শ্যানন গ্যাব্রিয়েলের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লাগায়ও কমে যায় বোলিংয়ের শক্তি। বৃষ্টি তো ছিলই।ড্রয়ের আগে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৯ ওভারে ২ উইকেটে ১৯৩ রান করতে পারে শ্রীলঙ্কা।দারুণ বোলিংয়ে সিরিজ সেরা সুরাঙ্গা লাকমল। ছবি : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।দারুণ বোলিংয়ে সিরিজ সেরা সুরাঙ্গা লাকমল। ছবি

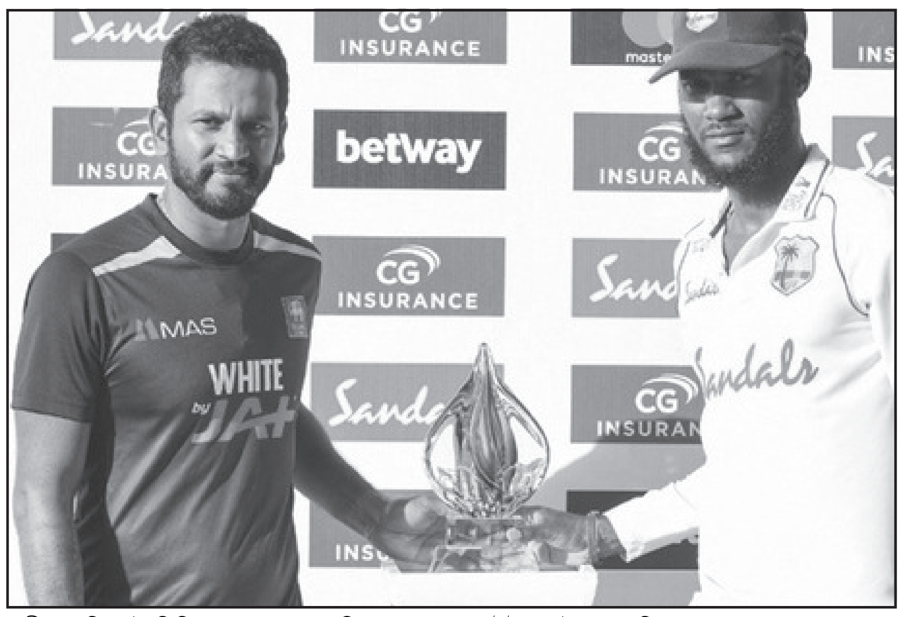

: শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।সিরিজে আগের তিন ইনিংস মিলিয়ে ১৬ রান করার পর এবার লঙ্কান অধিনায়ক করুনারত্নে খেলে ৭৫ রানের ইনিংস। তিনে নেমে ওশাদা অপরাজিত থেকে যান ৬৬ রানে।লঙ্কানদের লড়াইয়ের তাড়না বুঝিয়ে দেয় লাহিরু থিরিমান্নে ও করুনারত্নের উদ্বোধনী জুটিই। ২৩২ বলে ১০১ রানের জুটি গড়েন দুজন।যদিও জুটি ভাঙতে পারত আগেই। দিনের তৃতীয় ওভারেই সুযোগ দিয়েছিলেন থিরিমান্নে। গ্যাব্রিয়েলের বলে উইকেটের পেছনে নেই ক্যাচ নিতে পারেননি জশুয়া দা সিলভা। আর সুযোগ দেয়নি এই জুটি।সিরিজে টানা তিন ফিফটির পর থিরিমান্নে এবার আউট হন ৩৯ রান করে।করুনারত্নে দীর্ঘসময় টিকে থাকেন অস্বস্তি নিয়ে। ছন্দ পাচ্ছিলেন না। তবু টিকে থাকেন লড়াই করে। পরে খুঁজে পান নিজেকে। ওশাদার সঙ্গে জুটিতে ১০৫ বল টিকে থেকেই অনেকটা নিশ্চিত করে দেন ড্র।চার ঘণ্টার বেশি সময় উইকেটে কাটিয়ে ১৭৬ বলে ৭৫ রান করে শেষ হয় করুনারত্নের প্রতিরোধ।ওশাদা ও দিনেশ চান্দিমাল এরপর নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেন সময়। ওশাদা অপরাজিত থাকেন ১১৯ বলে ৮ চারে ৬৬ রান করে।দুই ইনিংসে ১২৬ ও ৮৫ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ব্র্যাথওয়েট। পেস প্রতিকূল উইকেটেও দারুণ বোলিংয়ে ১১ উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা লঙ্কান পেসার সুরাঙ্গা লাকমল।

৭ গোলের ম্যাচে চেলসিকে উড়িয়ে দিল ওয়েস্ট ব্রম

চেলসির কোচ হয়ে আসার পর প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেলেন টমাস টুখেল। উড়তে থাকা দলটিকে প্রিমিয়ার লিগে তাদের মাঠেই গুঁড়িয়ে দিয়েছে পয়েন্ট তালিকার অবনমন অঞ্চলের দল ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন।স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে শনিবার ৫-২ গোলে হেরেছে প্রথমার্ধে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া স্বাগতিকরা।ক্রিস্টিয়ান পুলিসিকের গোলে চেলসি এগিয়ে যাওয়ার পর লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন দলটির অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার চিয়াগো সিলভা। প্রথমার্ধে জোড়া গোলে ওয়েস্ট ব্রমকে এগিয়ে নেন মাথেউস পেরেইরা। দ্বিতীয়ার্ধে সফরকারীদের হয়ে দুই গোল করেন ক্যালাম রবিনসন, একটি এমবায়ে জিয়াগনি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাসন মাউন্টের গোল শুধু ব্যবধানই কমায়।সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচ পর হারের তেতো স্বাদ পেল চেলসি, লিগে হারল ১০ ম্যাচ পর।গত সেপ্টেম্বরে আসরে প্রথম দেখায় নিজেদের মাঠে চেলসিকে ৩-৩ গোলে রুখে দিয়েছিল ওয়েস্ট ব্রম।ম্যাচের শুরু থেকে অধিকাংশ সময় বলের দখল রাখা চেলসি এগিয়ে যায় ২৭তম মিনিটে। মার্কোস আলোনসোর ফ্রি কিক বাম পোস্টে বাধা পায়। ফিরতি বল কাছ থেকে জালে পাঠান পুলিসিক।দুই মিনিট পরই বড় ধাক্কা খায় স্বাগতিকরা। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠে ছাড়েন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার সিলভা।এরপর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দুই গোল করে ওয়েস্ট ব্রম।যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে চেলসির গোলমুখে উঁচু করে বল বাড়ান সফরকারী গোলরক্ষক স্যাম জনস্টোন। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের পেরিয়ে বল দখলে নিয়ে সমতা টানেন পেরেইরা। দুই মিনিট পর ডি-বক্সের ভেতর বল পেয়ে ঠান্ডা মাথায় বাঁ-পায়ের শটে দলকে এগিয়ে নেন ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড।এই দুই গোলের মাঝে সফরকারী মিডফিল্ডার ম্যাট ফিলিপসের শট ক্রসবার কাঁপায়।৬৩তম মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে দারুণ ভলিতে ব্যবধান বাড়ান বদলি খেলোয়াড় রবিনসন। আর ৬৮তম মিনিটে চেলসির কর্নার রুখে পাল্টা আক্রমণে উঠে দলের চতুর্থ গোলটি করেন জিয়াগনি।তিন মিনিট পর গোছালো আক্রমণে ব্যবধান কমায় চেলসি। টিমো ভেরনারের পাস পেয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠান মাউন্ট।খানিক পর ফাঁকা জালে বল পাঠাতে পারেননি কুর্ত জুমা। চেলসিও পারেনি আর ঘুরে দাঁড়াতে। উল্টো যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে পেরেইরার পাস পেয়ে স্কোরলাইন ৫-২ করেন রবিনসন। চেলসির বিপক্ষে প্রথম দেখায়ও জোড়া গোল করেছিলেন রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের এই ফরোয়ার্ড।৩০ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৯ ড্রয়ে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চতুর্থ স্থানে ২০১৬-১৭ আসরে সবশেষ লিগ জেতা চেলসি।২১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ১৯ নম্বরে ওয়েস্ট ব্রম।

মেসি-রোনালদোর চেয়েও নিজেকে সেরা ভাবেন এমবাপে

মাঠে আত্মবিশ্বাসে কোনো রকম ঘাটতি রাখতে চান না কিলিয়ান এমবাপে। তাইতো সবসময় নিজেকে সবার সেরা ভাবেন তিনি। এমনকি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেকে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর চেয়েও এগিয়ে রাখেন পিএসজির এই ফরাসি ফরোয়ার্ড।বয়স কেবল ২২ বছর। এরই মাঝে ক্লাবের হয়ে এমবাপে জিতেছেন ১০টি ঘরোয়া শিরোপা। ফ্রান্সের ২০১৮ বিশ্বকাপ জয়ের অভিযানেও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এমবাপে।অনেকেই মেসি-রোনালদোর পর বিশ্বসেরার দৌড়ে এগিয়ে রাখেন এমবাপেকে। তবে যে যায় ভাবুক না কেন, নিজের কাছে এমবাপে সবসময়ই সেরা। সম্প্রতি আরএমসি স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটি বলেন তিনি।"অবশ্যই আমার মাঝে কিছুটা অহংবোধ আছে। আর এটা থাকা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাজে অবস্থায় থাকলে কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসে না...নিজেকেই তখন আত্মবিশ্বাস জোগাতে হয় যে পাহাড় পার হওয়াও সম্ভব।""মানুষ বিষয়টা বুঝতে চায় না, কিন্তু সত্যিটা হলো কেউ খারাপ সময়ের মধ্যে

থাকলে অন্য কেউ পাশে এসে বলবে না যে আপনি পারবেন। এটা সামাল দিতে হয় নিজেকেই, নিজের মনোবল দিয়ে। শুধুমাত্র নিজেই। নিজেকে বোঝাতে হবে যে আপনি অসাধারণ কাজটি করতে সক্ষম।"তাই মাঠে সবসময় নিজেকে সেরা ভাবেন এমবাপে।"আমি যখনই মাঠে নামি সবসময় নিজেকে বলি, আমিই সেরা; এমনকি মাঠে যখন মেসি ও রোনালদোর বিপক্ষে খেলি তখনও। তারা আমার চেয়ে অনেক ভালো ফুটবলার, আমার চেয়ে তারা অনেক অনেক বেশি কিছু করেছে।""কিন্তু আমি সবসময় নিজেকে বলি, আমিই সেরা। কারণ এভাবে নিজেকে কোনো সীমায় বেঁধে রাখতে হয় না এবং নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করা যায়।"আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে ক্লাবে ফিরেছেন এমবাপে। ফ্রান্সের হয়ে অবশ্য সময়টা খুব একটা ভালো কাটেনি তার। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে তার দল জিতেছে তিন ম্যাচের দুটিতে, অন্যটি ড্র। কোনো ম্যাচেই গোলের দেখা পাননি তিনি।ক্লাবের হয়ে অবশ্য মৌসুমটা দারুণ কাটছে এমবাপের। ২০ গোল নিয়ে লিগ আসরে সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় শীর্ষে আছেন তিনি।লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে তার দল ৩০ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে শীর্ষে। সমান পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লিল। বাংলাদেশ সময় শনিবার রাত ৯টায় মুখোমুখি হবে দল দুটি।

মার্চের সেরা বেনজেমা

মাস জুড়ে দারুণ খেলার পুরস্কার পেলেন করিম বেনজেমা। লা লিগায় মার্চ মাসের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড।এসময় দলের চার লিগ ম্যাচের তিনটিতে খেলে পাঁচ গোল করেন এই ফরাসি স্ট্রাইকার। আতলেতিকো মাদ্রিদ, এলচে ও সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে পান জালের দেখা।সব মিলিয়ে আসরে ২৪ ম্যাচে ১৭ গোল করেছেন বেনজেমা; এর মধ্যে পাঁচবার করেছেন জোড়া গোল, যার মধ্যে তিনবার ঘরের মাঠে (এলচে, আথলেতিক বিলবাও ও ওয়েস্কার বিপক্ষে) এবং দুইবার প্রতিপক্ষের মাঠে (সেল্তা ভিগো ও আলাভেসের বিপক্ষে)।ফেব্রুয়ারির সেরা হয়েছিলেন বার্সেলোনা অধিনায়ক লিওনেল

মেসি।বাংলাদেশ সময় শনিবার রাত সোয়া ৮টায় ঘরের মাঠে এইবারের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল।২৮ রাউন্ড শেষে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে আতলেতিকো। দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৬২। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে তৃতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ।

পুরনো দু-একজনকে ফেরানোর ইঙ্গিত ওয়ানডে অধিনায়কের

২০২৩ বিশ্বকাপের আগে ওয়ানডে দলে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন না তামিম ইকবাল। তবে নিউ জিল্যান্ডে ব্যর্থতার পর টুকটাক কিছু বদলের সম্ভাবনার কথা বললেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক। সেখানে নতুন হাওয়ার ছোঁয়ার চেয়ে পুরনো আশ্রয়ে ফেরার সম্ভাবনাই বেশি।তামিম ওয়ানডে দলের দায়িত্ব পাওয়ার পর খর্বশক্তির ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে সহজেই ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ।

তবে নিউ জিল্যান্ড সফরে গিয়ে পেতে হয়েছে ঠিক উল্টো স্বাদ। সেখানে একটি ওয়ানডেতে মোটামুটি লড়াই করতে পারলেও অন্য দুই ম্যাচে স্রেফ উড়ে গেছে দল।২০২৩ বিশ্বকাপ বেশ দূরে হলেও সম্ভাব্য ২০-২৫ জন এখনই ঠিক হয়ে আছে বলে নিশ্চিত করলেন তামিম। তবে দলে বেশ কজন আছেন, টানা

সুযোগ পেয়েও সেভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ।ওয়ানডে অধিনায়ক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বললেন, বদলির খোঁজে তারা পেছন ফিরে তাকানোর কথা ভাবছেন।" বিশ্বকাপের আগে আমাদের ওয়ানডে ম্যাচ খুবই কম, ২০-২৫টির মতো ম্যাচ আছে। আমি মূল ক্রিকেটারদের কথা জানি, যে এই ২৫ জন থেকেই দল হবে। দু-একজন ক্রিকেটার এখন দলের বাইরে আছেন, আমি মনে করি তারা ভূমিকা রাখতে পারেন। এটা নিয়ে শিগগিরই ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলব।""ওই ২৫ জনের মধ্যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ১১ জন খেলবে, কোন ১৫ জনের স্কোয়াড হবে আর প্রয়োজন হলে কারা তাদের বিকল্প হবে। বিশ্বকাপ এখনও দুই বছর পরে বলতে পারেন, কিন্তু ম্যাচ বেশি নেই। কাজেই পুরো সেট-আপ বদল করে দেব দলের, এমন কিছু করতে চাই না।"

নতুন কারও দুয়ার অবশ্য একেবারেই বন্ধ করে দিচ্ছেন না অধিনায়ক।" বছরখানেকের মধ্যে যদি কোনো তরুণ ক্রিকেটার অসাধারণ পারফর্ম করে, তাদেরও সুযোগ আসবে অবশ্যই। তবে আমি যদি অধিনায়ক থাকি বিশ্বকাপ পর্যন্ত, ৭-৮ জনের অভিষেক দেখবেন না। দু-একজন হতে পারে, যারা অসাধারণ ভালো খেলবে।"

বাংলাদেশের পরের ওয়ানডে সিরিজে আগামী মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, দেশের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।

আইপিএলে করোনাভাইরাসের হানা

আইপিএলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের নিতিশ রানার পর এবার কোভিড-১৯ শনাক্ত হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের আকসার প্যাটেলের শরীরে।এছাড়া চেন্নাই সুপার কিংসের একজন সদস্যেরও পজিটিভ ফল এসেছে বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী কাসি বিশ্বনাথান।কোভিড পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসার পর মুম্বাইয়ে গত রোববার টিম হোটেলে যোগ দেন আকসার। এর পরের পরীক্ষায় দিল্লির এই

অলরাউন্ডারের পজিটিভ ফল এসেছে।

বর্তমানে তাকে মেডিকেল কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির চিকিৎসকরা আকসারের দেখভাল করছে।এর আগে কলকাতার রানার শরীরে ধরা পড়ে করোনাভাইরাস। ১২ দিনের কোয়ারেন্টিনে থেকে দুই দফায় নেগেটিভ ফল আসার পর দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।আগামী শুক্রবার শুরু হবে আইপিএলের এবারের আসর।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation in sealed covers are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the benefited and interested owner of the submit their rate quotation for miscellaneous article use of 4BV Regional Cancer Centre, Agartala. Last date of receipt: Up-to 4:00 PM of 20/04/2021. Quotations will be opened onnext working day at 4 PM, if possible. The venders or their representative may remain present at the time of opening of tender.

Detail terms & conditions of the tender may be seen at the official web site www.health.tripura.gov.in and also be available in the notice board of ABV Regional Cancer Centre, Agartala.

ICA/C-011/2021-22

Medical Superintendent,
ABV Regional Cancer Centre, Agartala

সন্ধান চাই

Ref :- East Agartala Women PS GDE No. 38, Dated-30/03/2021

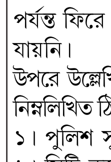

পাশের ছবিটি শ্রীমতি অনিমা বিশ্বাষ, স্বামী শ্রী হরিপদ সরকার, সাং-সানমুড়া, থানা-আগরতলা, পশ্চিম থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ২২ বছর, উচ্চতা-৫ফুট গায়ের রঙ-শ্যামলা, পরনে-শাড়ী, গত ৩০/০৩/২০২১ইংরেজি তারিখ আনুমানিক বিকাল ৩টা ৩০ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখোঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার/পশ্চিম ত্রিপুরা - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা-০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

ICA/D-012/2021-22

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

শনিবার ভূবনেশ্বরে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু সহ অন্যান্যরা। ছবি-পিআইবি।

মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ভগবান রাম বিরোধী বলে কটাক্ষ করলেন যোগী আদিত্যনাথ

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার নির্বাচনী প্রচারে এসে ফের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ফের নিশানা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ভগবান রাম ও মাতা সীতার বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন। এদিন প্রথমেই হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো করেন তিনি। এদিনই পরে উত্তর হাওড়ায় দলের অপর একটি রোড শোতেও যোগ দেন। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা ও কুলতলিতে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে এদিন জনসভা করেন যোগী আদিত্যনাথ।

এদিন উলুবেড়িয়ায় তাঁর রোড শোকে ঘিরে জন জনস্রোত নেমে এসেছিল। এদিন এক জনসভায় তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরোধিতা করতে করতে এখন ভগবান রাম এবং মাতা সীতার বিরোধিতা করতে শুরু করেছেন। ভগবানের বিরোধিতা নাকি নিজের ভোট ব্যাংককে সুরক্ষিত রাখতে তিনি এখন ভগবান বিরোধী হয়ে উঠেছেন বলে তিনি কটাক্ষ করেন।

যোগী আদিত্যনাথ পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় দফার নির্বাচনের আগে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় জনসভা এবং রোড শো করছেন। একুশের ভোটে বাংলা দখলে প্রত্যয়ী পদ্ম শিবির। আপাতত দু'দফার ভোট শেষ এখনও বাকি ছ'দফার নির্বাচন। তবে প্রথম দুই পর্বের ভোটে খুশি বিজেপি। দুই পর্বের ভোটেই ভালো ফল করবেন দলের প্রার্থীরা, আশাবাদী মোদী, শাহ, নাড্ডারাও। আজ সপ্তাহ শেষে রাজ্যে গেরুয়া ঝড়।

এদিন প্রথমেই হাওড়ার উলবেড়িয়ায় চলে যান যোগী। বর্ণাঢ্য রোড শোতে যোগ দেন বিজেপি নেতা। যোগীকে দেখতে দলের অগণিত কর্মী-সমর্থক আগে থেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন। যোগী যেতেই উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগান। দলের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে নিজেও জয় শ্রীরা স্লোগান তুললেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। সুসজ্জিত ট্যাবলো দলের প্রার্থী ও নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে চলল গাড়ি। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনদের হাত নেড়ে সাধুবাদ জানালেন যোগী। গাড়িতে থাকা ফুল ছুড়তে থাকেন কর্মীদের উদ্দেশ্যে। বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রায় আজ রঙিন উলুবেড়িয়ার রাজপথ। আজকের এই মেগা রোড শো ভোটের মুখে দলের কর্মী-সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করবে বলে মত স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। আজ, উলুবেড়িয়ার রোড শেষ করে যোগী সোজা চলে যান সালকিয়ায়।

আইপিএফটি বিজেপি জোট প্রার্থী আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল।। ১০ কুলায় চাম্পা হওয়ার কেন্দ্রের বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী শ্যামল দেববর্মার উপর আক্রমণের চেষ্টা। শনিবার বিকেলে কুলাই গন্টাছড়া এলাকায় ১০ কুলাই চাম্পা হওয়ার কেন্দ্রের বিজেপি আইপিএফটি জোটের পার্থী শ্যামল দেবনাথ সমর্থনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সন্ধ্যায় ত্রিপ্রা মাথা ও আইএনপিটি জোটের সর্মথকরা বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। ইট-পাটকেল দিয়ে হামলা চালানো হয় বিজেপি আইপিএফটি সমর্থক ও প্রার্থীর ওপর। এতে গুরুতর ভাবে আহত হয় একজন, অল্পবিস্তর আহত হয় প্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশবাহিনী, পরিস্থিতি উত্তপ্ত।

কর্ণাটকে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেয়া হল ঘরে, জ্যান্ত পুড়ে মৃত ৬ জন

বেঙ্গালুরু, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কর্ণাটকে ঘরে পেট্রোল ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল ছয়জনকে শনিবার সকালে রাজ্যের কোডাগু জেলার একটি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, একজন ব্যক্তি বাইরে থেকে ঘরে পেট্রোল ঢেলে ঘর বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করছে।

শনিবার জেলার বিরাপেটের মুগুতকারিগ্রামের স্থানীয় এক দুস্কৃতি পেট্রোল ঢেলে একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের জেরে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা গেছেন, আর তিনজন মারা গেছেন মাইসুর হাসপাতালে। নিহতরা হলেন- সীতা (৪৫), বেবি (৪০) বিশ্বাস (৬)), বিশ্ব (৭)), প্রকাশ (৭)) এবং প্রথনা (৬)) ।পুলিশ মনে করছে অভিযুক্ত ঘটনাটি ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ মামলা দায়ের করেছে এবং অভিযুক্তর সন্ধান করছে।

স্কুলের কেন্টিনে চোরের হানা মহারানীপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। নিশিকুটুম্বের দল রাতের আঁধারে হাতসাফাই করল তেলিয়ামুড়াস্থিত মহারানী পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে। ঘটনা শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় ।শুক্রবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার মহারানীপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে ।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানী পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শুক্রবার রাতের কোনো এক সময় চোরের দল বিদ্যালয়ে অবস্থিত ক্যান্টিন থেকে হাতসাফাই করে হাতিয়ে নিয়ে যায় নগদ অর্থ সহ ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকার সামগ্রী। ক্যান্টিন মালিক সঞ্জয় বণিক জানায়,এ নিয়ে দু"বার উনার ক্যান্টিনে চোরের দল হানাদারি চালিয়েছে। যদিও এর আগেরবার যখন চুরি সংঘটিত হয়েছিল তখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে জানানোর পর তাদের কাছ থেকে মিলেছিল শুধু আশ্বাসের বাণী। এবার চুরির ঘটনা অনুরূপভাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, এবং তেলিয়ামুড়া থানায় জানানো হয় ।স্কুলের ক্যান্টিনে চুরির ঘটনায় রীতিমতো কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় সিপিএমের রোডশো

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ এপ্রিল।। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকদিন স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির পিছিয়ে নেই ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া স্ব-শাসিত নির্বাচন কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী ঝরনা দেববর্মার সমর্থনে ভোট প্রচার অভিযান।

নির্বাচনী প্রচার এর শেষ লগ্নে সিপিআইএম এর মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনে এক রোডশো অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ।এই দিনের রোড শোতে অংশগ্রহণ করেন সিপিএমের মনোনীত প্রার্থীর ঝরনা দেববর্মা সহ গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ষষ্ঠীর দেববর্মা এবং সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অজয় ঘোষ ।শনিবার এই নির্বাচনী কেন্দ্রের চামপ্লাই এযমর খিরোদনায়ক বিদ্যালয় থেকে রোড শোটি অনুষ্ঠিত হয় ।সেখান থেকে ১৮ মুড়া পাহাড়ের এর বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে হাজরাবাড়ী হয়ে বিলাই হাম তীর্থ মনি এলাকায় হয়ে মনিক বাজার এলাকায় এসে রোডশোটি সমাপ্তি হয়।

তেলিয়ামুড়ায় ভোট সামগ্রী খতিয়ে দেখলেন আরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসে রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে ভোট সামগ্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন ভোট কর্মীরা ।আগামী ৬এপ্রিল ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ২৮ টি আসনে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। শনিবার মহারানী তেলিয়ামুড়া আসনের ভোট কর্মীরা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে ভোট সামগ্রী গুলি পরীক্ষা করে দেখেন। বোর্ড সামগ্রী গুলি বস্তাবন্দি করে পুনরায় রিটার্নিং অফিসারের অফিসে টাকা হয়।

পাঁচ এপ্রিল সকাল থেকেই ভোট কর্মীরা এসব সামগ্রী নিয়ে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসারের অফিস থেকে রওনা দেবেন। প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক তথা মহারানী তেলিয়ামুড়া ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার ভাস্কর ভট্টাচার্য্য জানান, মোট ৪৮ টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যেই ভোট কর্মীদের দু"দফায় মহড়া শেষ করা হয়েছে।

শনিবার ভোট সামগ্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মজুদ রাখার সময় আবারো ইভিএম মেশিন গুলি কিভাবে চালাতে হবে সে বিষয়ে মহড়া দেওয়া হয় ।মহারানীর তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের ৪৮ টি পুলিশ স্টেশন কে কাজের সুবিধার্থে ৮ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে সেক্টর অফিসার থাকবেন। সেক্টর অফিসার পুলিশ স্টেশন এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন ।রিটার্নিং অফিসার তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমাশাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য জানান ভোট গ্রহণ এবং ভোট কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মোদী থেকে যোগী, বিপরীতে পিসি-ভাইপো, পশ্চিমবঙ্গে জমজমাট ভোটের প্রচার

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে দু'দফার ভোট মিটে গিয়েছে। আগামী ৬ এপ্রিল অর্থাৎ মঙ্গলবার ভোট তৃতীয়ার আগে ফের প্রচারে জোর বিজেপির শনিবার রাজ্যে একযোগে ভোটের প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ বাংলায় দু'টি জনসভা করেন মোদী। এ ছাড়াও আজ তিনটি জনসভা করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ।পিছিয়ে নেই তৃণমূলও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই করেন পাঁচটি জনসভা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একাধিক জনসভা করেন এদিন। এদিনের জনসভা থেকে তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে বিপদ হিসেবে তুলে ধরেন মোদী। দিদি শধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত চালু করেননি। গরিব মানুষদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন। অন্যদিকে শনিবার নির্বাচনী প্রচারে এসে ফের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ফের নিশানা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ভগবান রাম ও মাতা সীতার বিরোধী বলে কটাক্ষ করেন। এদিকে, আজ ফের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি বলেন, গুন্ডা আনতে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন মোদী। সেইসঙ্গে বিজেপির 'অনুপ্রবেশ' অস্ত্রের পালটা হিসেবে তাঁর কটাক্ষ, 'অন্য সময় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারী নিয়ে আসছেন। আর নির্বাচনের সময় (নিজে) ভোট চাইতে গিয়েছেন।' এদিন ধনেখালির সভা থেকে একের পর এক ইস্যু তুলে বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার হুগলি জেলার তারকেশ্বরের জনসভা থেকে শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তারকেশ্বরের এই পবিত্র ভূমিতে ভোলে বাবা আর মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে শত শত প্রণাম জানাই।' এরপরই মোদী বলেন, 'বাংলার মানুষরা সর্বদা সমস্ত পরীক্ষায় সফল হয়েছে। আর ব্যর্থ তারাই হয়েছে, যারা বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেয়নি। বাংলার বিকাশ করেনি, তাদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। বাংলায় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত বাংলার মানুষ। আসল পরিবর্তন চাইছে বাংলার মানুষ। ২ মে কী হতে চলেছে, তার নিদর্শন আমরা দু"দিন আগে নন্দীগ্রামে দেখেছি। আমি জানি প্রত্যেক দফার নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে দিদির অস্থিরতা বাড়তে থাকবে। দিদি! হার আপনার সম্মুখে। আপনি এটা স্বীকার করুন।'

মমতাকে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, 'দিদি নির্বাচন খেলা নয়। গণতন্ত্র খেলা নয়। গণতন্ত্র হল মানুষের সেবার পথ। গণতন্ত্র হল মানুষের উন্নতির পথ। আপনি এগুলো সব ভুলে গিয়েছেন। সেই জন্যই বাংলার মানুষের সঙ্গে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বাংলার মানুষ পয়সার জন্য বিজেপির জনসভায় যায়, এই কথা বলে আপনি বিজেপিকে নয়, বাংলার জনতাকে অপমান করেছেন।' মোদী আরও বলেছেন, 'দিদি বলছেন বিজেপির সমস্ত জনসভায় যে ভিড় হচ্ছে, তা পয়সা দিয়ে করা হচ্ছে। আজ আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, এই ভরদুপুরে প্রখর রোদে আপনারা যে এসেছেন, তার জন্য কি আপনাদের পয়সা দেওয়া হয়েছে? দিদি আপনি আমাকে অপমান করতে পারেন। কিন্তু বাংলার মানুষকে নয়। বাংলায় বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এখানকার ভাষায় মিষ্টতা রয়েছে। এখানকার ভাই-বোনেদের ভাবনায় মিষ্টতা আর এখানকার মানুষের ব্যবহারের মিষ্টতা রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী তারকেশ্বরের জনসভা থেকে আরও বলেছেন, 'আপনার মধ্যে এত তিক্ততা কিভাবে আসে দিদি? দিদির অস্থিরতার সব থেকে বড় কারণ হল, ওনার ১০ বছরের রিপোর্ট কার্ড। দিদি বাংলার যুব সমাজের সঙ্গে আপনাকে অন্যায় করতে দেব না।' পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের অভাব এই কথা উল্লেখ করে মোদী বলেছেন, 'এক সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে মানুষ বাংলার কল-কারখানায় কাজ করতে আসতেন। আজ বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরির জন্য বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এখন বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতককে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বাংলায় পুরনো শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। আর নতুন কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন ঃ মনুঘাটে কংগ্রেসের জনসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। আজ এডিসি নির্বাচন উপলক্ষে মনুঘাট টাউন হল মাঠে, কংগ্রেসের এক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কংগ্রেস সভাপতি, পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি,তথা প্রাক্তন মন্ত্রী, বিরোজীৎ সিংহ, প্রাক্তন বিধায়ক, রাজেশ্বর দেববর্মা,ও গোপাল রায়, কৈলাশহর জেলা কংগ্রেস সভাপতি, মোঃ বদরুল জামান, এবং প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি, প্রোজন বিশ্বাস সহ, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখেন, ৪ ,৫, ৬,৭, নং এড়িসি নির্বাচনের কংগ্রেসের প্রার্থী গন এবং, কংগ্রেস নেতা, তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরোজিৎসিংহ, এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, পীযূষ বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, শ্রী বি,সিংহ, বললেন যে, ত্রিপুরাতে এডিসি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, পার্লামেন্টেআইন কবে পাস করেছিলেন, সেই দিন তিনি দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন, অথচ ত্রিপুরা রাজ্যের, বামফ্রন্টের সংসদ, বাজুবনবাবু সেইদিন পার্লামেন্টে উপস্থিত থাকেননি।

সমর্থন করেননি এই এড়িসিকে, কিন্তু কংগ্রেস এই এড়িসি নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি, তবে মনুছেলেটা আসন কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল, করমছড়া কেন্দ্রীয় কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। কিন্তু এবছর এডিসি নির্বাচনে, কংগ্রেস নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে। এটি তার বিশ্বাস, সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি , মো, বদরুজ্জামান,, প্রাক্তন মন্ত্রী, বি.সিংহ প্রমুখ।

নির্বাচন খেলা নয় দিদি, তৃণমূল বঙ্গবাসীর কাছে বিপদ ঃ মোদী

তারকেশ্বর , ৩ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে বিপদ হল তৃণমূল। দিদি শধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত চালু করেননি। গরিব মানুষদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন। শনিবার হুগলি জেলার তারকেশ্বরের জনসভা থেকে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তারকেশ্বরের জনসভায় শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তারকেশ্বরের এই পবিত্র ভূমিতে ভোলে বাবা আর মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে শত শত প্রণাম জানাই।' এরপরই মোদী বলেন, 'বাংলার মানুষরা সর্বদা সমস্ত পরীক্ষায় সফল হয়েছে। আর ব্যর্থ তারাই হয়েছে, যারা বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেয়নি। বাংলার বিকাশ করেনি, তাদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। বাংলায় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত বাংলার মানুষ। আসল পরিবর্তন চাইছে বাংলার মানুষ। ২ মে কী হতে চলেছে, তার নিদর্শন আমরা দু"দিন আগে নন্দীগ্রামে দেখেছি। আমি জানি প্রত্যেক দফার নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে দিদির অস্থিরতা বাড়তে থাকবে। দিদি! হার আপনার সম্মুখে। আপনি এটা স্বীকার করুন।'

মমতাকে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, 'দিদি নির্বাচন খেলা নয়। গণতন্ত্র খেলা নয়। গণতন্ত্র হল মানুষের সেবার পথ। গণতন্ত্র হল মানুষের উন্নতির পথ। আপনি এগুলো সব ভুলে গিয়েছেন। সেই জন্যই বাংলার মানুষের সঙ্গে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বাংলার মানুষ পয়সার জন্য বিজেপির জনসভায় যায়, এই কথা বলে আপনি বিজেপিকে নয়, বাংলার জনতাকে অপমান করেছেন।' মোদী আরও বলেছেন, 'দিদি বলছেন বিজেপির সমস্ত জনসভায় যে ভিড় হচ্ছে, তা পয়সা দিয়ে করা হচ্ছে। আজ আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, এই ভরদুপুরে প্রখর রোদে আপনারা যে এসেছেন, তার জন্য কি আপনাদের পয়সা দেওয়া হয়েছে? দিদি আপনি আমাকে অপমান করতে পারেন। কিন্তু বাংলার মানুষকে নয়। বাংলায় বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এখানকার ভাষায় মিষ্টতা রয়েছে। এখানকার ভাই-বোনেদের ভাবনায় মিষ্টতা আর এখানকার মানুষের ব্যবহারের মিষ্টতা রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী তারকেশ্বরের জনসভা থেকে আরও বলেছেন, 'আপনার মধ্যে এত তিক্ততা কিভাবে আসে দিদি? দিদির অস্থিরতার সব থেকে বড় কারণ হল, ওনার ১০ বছরের রিপোর্ট কার্ড। দিদি বাংলার যুব সমাজের সঙ্গে আপনাকে অন্যায় করতে দেব না।' পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের অভাব এই কথা উল্লেখ করে মোদী বলেছেন, 'এক সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে মানুষ বাংলার কল-কারখানায় কাজ করতে আসতেন। আজ বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরির জন্য বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এখন বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতককে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বাংলায় পুরনো শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। আর নতুন কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। তৃণমূল বাংলার মানুষের কাছে বিপদ।' মোদী বললেন, 'সিঙ্গুরবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন দিদি। এখানে নেই কোনও শিল্প। নেই কোনও কর্মসংস্থান। পুরো দেশের ১০ কোটির থেকে বেশি কৃষক পি এম সম্মান নিধি পাচ্ছেন। কিন্তু বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক দিদির নোংরা রাজনীতির জন্য এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।'

বঙ্গে বিজেপিই জিতবে, এই আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে মোদী বলেছেন, '২ মে এখানে শুধুমাত্র ডাবল ইঞ্জিন সরকারই তৈরি হবে না, বরং দ্বিগুণ সুবিধা পাবেন বাংলার মানুষ। বন্ধুগণ, আপনারা ২ মে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি করুন। আর প্রথম মন্ত্রিসভার অধিবেশনেই আমরা পিএম সম্মান নিধির বকেয়া সমেত ১৮ হাজার টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি দেব। পুরো দেশে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু দিদি এই সুবিধা বাংলার মানুষদের কাছে পৌঁছাতেই দেননি। দিদি রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাংলায় আয়ুষ্মান ভারত চালু করেননি। গরিব মানুষদের এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন। অথচ সারা ভারতবর্ষের গরিব মানুষ এই কার্ড ব্যবহার করে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাচ্ছেন।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।